জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আজ দুই উপনির্বাচন

আজ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। রেজিনগরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। দুই কেন্দ্রেই লড়াই তুঙ্গে। হারের ভয়ে পুলিশ-প্রশাসন নামিয়ে সন্ত্রাস শুরু বিজেপির

বর্ষা বিদায়

বুধবারের পর বর্ষা পুরোপুরি বিদায় নেবে। তারপর বৃষ্টি আরও কমবে। কলকাতা শহরের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ও রোদ ঝলমলে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে। তবে দিনের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে ফের একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে

আইনজীবীদের বিক্ষোভে উত্তাল শহর অবরুদ্ধ হল

পুলিশ লেলিয়েও কুমারগঞ্জে কল্যাণের সভা রোখা গেল না

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১২৬ • ৬ অক্টোবর, ২০২৬ • ১৮ আশ্বিন ১৪৩৩ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 126 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 6 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ফর্ম ৬ বদলের অনুমতি দেয়নি শীর্ষ আদালত

কমিশনের মিথ্যাচার ফাঁস কোর্টে

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারদের নাম তোলার জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যবহৃত 'সংশোধিত ফর্ম-৬' অনুমোদন করেনি শীর্ষ আদালত। সোমবার নির্বাচন কমিশনের দাবি খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সংশোধিত ফর্ম-৬ আমাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি, সে বিষয়টি আমরা স্পষ্ট করছি। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশবাসীকে কে বিভ্রান্ত করছে? প্রশ্ন অভিষেকের

এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এখন দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছে কে? সুপ্রিম কোর্টের এই সংক্রান্ত নির্দেশটি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অভিষেক লেখেন, 'এই অসঙ্গতিটি অত্যন্ত প্রকট। ২৬ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল যে সুপ্রিম কোর্ট 'ফর্ম ৬'-এর বৈধতা বহাল রেখেছে, অথচ সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বক্তব্য এর বিপরীত। তা হলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছে কে? এই অসঙ্গতিগুলি আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে স্পর্শ করে।

আমাদের ভোটাধিকার রক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলিই যদি একে অপরের বিপরীত অবস্থান নেয়, তবে ভোটারদের সুরক্ষা দেবে কে? এভাবেই নির্বাচন ছিনতাই করা হয়।'

এর আগে সোমবার নতুন ভোটার নিবন্ধনের জন্য কমিশন ব্যবহৃত 'সংশোধিত ফর্ম-৬' শীর্ষ আদালত অনুমোদন করেনি। ২০২৫ সালে (এরপর ৬ পাতায়)

নতুন বিমানবন্দরের ভাঁওতা দিচ্ছে রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা নানান প্রকল্পগুলিকে নতুন নামে বা নতুন মোড়কে উদ্বোধন করছে। অর্থাৎ পুরনো মদ নতুন বোতলে পুরে বাজারে আনার চেষ্টা চলছে। সোমবার সেরকমই এক ঘটনার সাক্ষী থাকল রাজ্যের মানুষ। এদিন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুর উপস্থিতিতে ঢাকঢোল পিটিয়ে কেন্দ্রীয় 'উড়ান ২.০' প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়ার ছররা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডাকে যুক্ত করার মউ স্বাক্ষরিত হল রাজ্য সরকারের সঙ্গে। কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ও রাজ্য সরকার মিলিত ভাবে বলছে রাজ্যে একাধিক নতুন বিমানবন্দর তৈরি হতে চলেছে। তৃণমূলের মুখপাত্র, বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, এটা আসলে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়। রাজ্যে কোনও নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে না।

বিজেপি সরকার কীভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, এদিন সাংবাদিকদের সামনে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, দমদম বিমান বন্দরের সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন। বাগডোগরাকে পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দর করার দাবি নেত্রী

দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন এবং লাগাতার ফলোআপ করেছেন। ফলে এখন পুরোদস্তুর যাত্রীবাহী বিমান ওঠানামা করছে বাগডোগরায়। অন্ডাল শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। পরবর্তী সময়ে আরও পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য যা যা করার দরকার তা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন।

এছাড়া বালুরঘাট, কোচবিহার, মালদহ— এই তিন জেলায় বিমান অবতরণের বিষয়টি ভেবেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদহ বিমান বন্দরের সম্প্রসারণের জন্য যে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তা শুরু করেছিলেন তিনি। এখন বলা হচ্ছে পুরুলিয়ার ছররায় নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে, আসলে সেখানে আগে সেনাবাহিনীর এয়ারবেস ছিল। নেত্রী বারবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে এখান থেকে যাত্রীবাহী (এরপর ৬ পাতায়)

বিজেপির নয়া মিথ্যাচারের রাজনীতি, জেলাস্তরে বিমানবন্দর করার কথা ভেবেছিলেন নেত্রীই

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সময়

দেখতে দেখতে অনেক বছর
এক নিমেষে পার হয়
ডাউন মেমোরি লেনের ঠিকানায়
সব স্মৃতি সযত্নে রয়।।

মনে হয় যেন এই তো সেদিন
শুরু হয়েছিলো চলার পথ
কখন নিমেষে কেটে গেলো
যেন সহস্র মাইল রথ।।
দিন-রাত গুলো ঘুমোলেই পার

অর্ধেক জীবন কাটে ঘুমে
এ নিদ্রার যদি অবসান হতো
তবে আরো সময় বাঁচতো জমে।।
সময়ের দাম সবচেয়ে বেশি

সবচেয়ে দামি অলঙ্কার
সময় বাঁচাতে সময় আনো
সময় বাঁচার নবউপহার।।

এসআইআর নিয়ে কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের হুঁশিয়ারি

সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে কাজ না হলে সিদ্ধান্ত বাতিল হবে

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্ত হতে হবে হয় সর্বসম্মত, নয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে। আইন না মেনে বা অন্যায্য কমিশনারের মতামতকে উপেক্ষা করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, শীর্ষ আদালত তা বাতিল করতে করবে। এদিন সাফ জানিয়ে দিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ। ইতিমধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের আর্জি জানিয়ে করা মামলায় নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একচ্ছত্র ও একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের

হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। এই মামলায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের আর্জি জানানো হয়। নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠালেও সুপ্রিম কোর্ট জ্ঞানেশকে সাসপেন্ড করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। সোমবার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানায়, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত হতে হবে হয় সর্বসম্মত, নতুবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী। কমিশনের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নেওয়া হয়েছিল কি না, সে-বিষয়ে জবাব তলব করা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমার ও বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারকে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বিচারপতি জয়মাল্য (এরপর ৬পাতায়)

এসএসকেএমে গেল নেত্রীর আইনি চিঠি

প্রতিবেদন : অনুমতি ছাড়া চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্ট কীভাবে প্রকাশ্যে আসে? পেশাগত বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে এবার এসএসকেএম-কে আইনি চিঠি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অর্ক নাগ। সোমবার সকাল ৯টা ১০-এ এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে আইনি পদক্ষেপেরও।

গত ৩ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০২১ সালের চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথি দেখান। আইনজীবী অর্ক নাগ ই-মেল করে আইনি চিঠি

মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশে বিধি লঙ্ঘন

পাঠান। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট ২০২৩ অনুযায়ী চিকিৎসা-নথি গোপন থাকার কথা। সেক্ষেত্রে অষ্টম মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার নথি কীভাবে নবম মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে পারেন? নথি বিকৃতি হয়ে থাকলে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিক। নথির গোপনীয়তা বজায় রাখতেও পদক্ষেপ করুক কর্তৃপক্ষ। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে ভোট প্রচারের সময় (এরপর ৬ পাতায়)

নানারকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 October, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১৯

রবার্ট মুগাবে (১৯২৪-২০১৯)

এদিন প্রয়াত হন। এই মার্কসবাদী জাতীয়তাবাদী সবচেয়ে বেশি সময় ধরে জিম্বাবোয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৯৮০-'৮৭ তিনি নবগঠিত দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮৭-২০১৭ তিনি ছিলেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট। দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্ধত ঘোষণা, 'আমি কোনওদিন আত্মসমর্পণ করব না। জিম্বাবোয়ে আমার।' সামরিক ও রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ২১ নভেম্বর, ২০১৭-তে পদত্যাগে বাধ্য হন।

১৯৭২

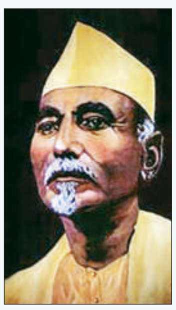

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংগীতজ্ঞ। বাবা আলাউদ্দিন খান নামেও পরিচিত ছিলেন। সেতার ও সানাই এবং রাগ সংগীতে বিখ্যাত ঘরানার গুরু হিসেবে সারা বিশ্বে তিনি প্রখ্যাত। মূলত সরোদই তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতের বাহন হলেও স্যাক্সোফোন, বেহালা, ট্রাম্পেট-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।

১৯৯৮

আকিরা কুরোসাওয়া (১৯১০-১৯৯৮) প্রয়াত হন। প্রখ্যাত জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার। বিংশ শতাব্দীর সেরা পরিচালকদের অন্যতম। প্রথম ছবি ১৯৪৩-এ সানশিরো সুগাতা এবং শেষ ছবি ১৯৯৩-তে মাদাদাইয়ো। দুটি ছবিই সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করে।

১৯৮৮

টমাস গ্রেগরি এদিন যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে তখন তার বয়স মাত্র ১১ বছর ৩৩০ দিন। সে-ই সবচেয়ে কম বয়সে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার কৃতিত্ব অর্জন করে।

১৭৬৬

জন ডালটন (১৭৬৬-১৮৪৪) এদিন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর অ্যাটমিক থিওরি একটি যুগান্তকারী অবদান। আকাশের রং থেকে শুরু করে আলোকের প্রতিসরণ, প্রতিফলন, ইংরেজি ব্যাকরণের সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ থেকে শুরু করে পার্টিসিপল, সবকিছু নিয়েই তিনি গবেষণা করেছেন। আজীবন অকৃতদার এই মানুষটির বন্ধুবান্ধব ছিল হাতেগোনা। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতেন এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী।

১৮৮৯

শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা তিনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বহুবার জেল খেটেছেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কিছুদিন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯৪৬-এ গঠিত ভারতের অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও ছিলেন। লিওনার্ড গর্ডন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র, এই দুই ভাইয়ের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে একটি বই লিখেছেন, নাম 'ব্রাদার এগেনস্ট দ্য রাজ'।

১৯৬৫

ভারতীয় সেনা এদিন লাহোরের কাছে ইন্দো-পাক সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। পাকিস্তানের হামলার জবাবে ভারতীয় সেনার এহেন বিক্রম দেখে আতঙ্কিত রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানায়। একই সঙ্গে লাহোরের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছয়।

১৬৫৭

মুঘল বাদশাহ শাহজাহান এদিন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর চার ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই শুরু হয়। বাকি তিন ভাইকে পরাস্ত করে মসনদে বসেন ঔরঙ্গজেব।

কর্মসূচি

■ হাইকোর্ট থেকে ব্যাংকশাল কোর্ট হয়ে রাজভবন। আইনজীবীদের ওপর বিজেপির হামলার প্রতিবাদে মিছিল। ছিলেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু আইনজীবী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৪৬

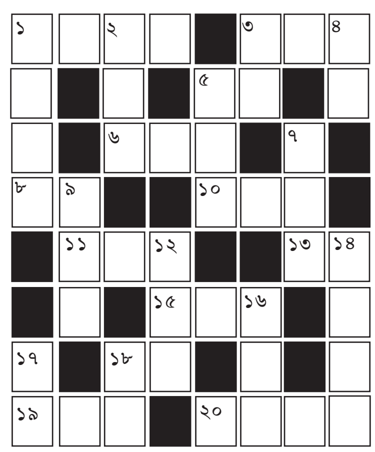

পাশাপাশি : ১. মহাশক্তি কালী ৩. সাম্য ৫. সঞ্চালন করা, নাড়া ৬. ঠিক ৮. বেশি নয় ১০. পরিবর্তন ১১. তরঙ্গ, ঢেউ ১৩. জ্বালা ১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ১৮. পতন, ক্ষরণ ১৯. ইতালির দ্বীপবিশেষ ২০. চতুঃসীমা।

উপর-নিচ : ১. এই লোকের সংখ্যা কমে আসছে এ দেশে ২. দণ্ডসত্র ৩. পরামর্শ, মন্ত্রণা ৪. দৈর্ঘের এককবিশেষ ৫. আচার ৭. সুফল, লাভ ৯. লবণ তৈরির ব্যবহৃত ভাঁড় ১২. রুপো ১৪. শেষ সীমা ১৬. উড়িধান ১৭. এই মাছ নাকি রাঁধুনিকেও চিনে রাখে ১৮. পদবি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৪৫ : পাশাপাশি : ২. অদীন ৪. কুড়বা ৬. থাবা ৭. সংবর্তক ৮. দহন ১০. আনত ১২. জবাবদিহি ১৩. খণ্ড ১৪. কঠিন ১৬. শটন।
উপর-নিচ : ১. চাড় ২. অনিবর্তন ৩. নর্তক ৪. কুবাদ ৫. বাসন ৯. হর্ষবর্ধন ১০. আহিক ১১. তখন ১২. জলেশ ১৫. ঠিকা।

৬ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৮৬৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৯৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.৬৮	৯৭.৪৭
ইউরো	১০৮.৩৪	১০৯.১৭
পাউন্ড	১২৭.৬৮	১২৮.৭৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ জাহ্নবী কাপুর

■ শ্রীতমা ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গড়িয়াহাট মার্কেটে পুজোর শপিং

আমার শহর

6 October, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৬ অক্টোবর ২০২৬
মঙ্গলবার

কলকাতা পুরভোটে জনমতের প্রতিফলন নিয়ে প্রশ্ন

কমিশনের অপদার্থতায় অন্ধকারে শহরের ৬৭ হাজার ভোটারের ভবিষ্যৎ

প্রতিবেদন : আসন্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচন কি তবে এক চূড়ান্ত প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে? নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে নির্বাচনের দামামা বেজে গেলেও, খোদ নির্বাচন কমিশনের চরম গাফিলতি ও অপদার্থতায় এখন বিশ বাঁও জলে কলকাতার ৬৭ হাজারেরও বেশি ভোটারের ভবিষ্যৎ। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) বা বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের বিপুল সংখ্যক আপিল এখনও পড়ে রয়েছে লাল ফিতের ফাঁসে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত উদাসীনতার ফলে শহরের বুকে জনমতের সঠিক প্রতিফলন হওয়া নিয়ে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

পরিসংখ্যানের দিকে নজর রাখলে কমিশনের কাজের কচ্ছপ গতির যে ভয়াবহ চিত্র সামনে আসে, তা শিউরে ওঠার মতো। কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ—এই দুই জেলা মিলিয়ে মোট ৬৯,৪৭৮টি আপিল জমা পড়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১,৮১১টি আবেদনের! অর্থাৎ, এখনও ৬৭,৬৬৭টি কেস ঝুলে রয়েছে।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা কলকাতা দক্ষিণের। সেখানে ৩৯,৮৫০টি আপিল জমা পড়লেও, সমাধান হয়েছে মাত্র ৮২৯টির। বাকি ৩৯,০২১টি আবেদন এখনও বিশ বাঁও জলে। অন্যদিকে, কলকাতা উত্তরের অবস্থাও তথৈবচ। সেখানে

২৯,৬২৮টি আবেদনের মধ্যে মাত্র ৯৮২টি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, ঝুলে রয়েছে ২৮,৬৪৬টি কেস। ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকারে, তখন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি কার্যত এক হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এই চরম অচলাবস্থার মধ্যেই দোসর হয়েছে পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের জটিলতা। কলকাতার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে একধাক্কায় বাড়িয়ে ২০৯ করা হয়েছে। এই নতুন কাঠামোর ভিত্তিতে ১৬ জন মিউনিসিপ্যাল রিটার্নিং অফিসার সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তরে পোলিং বুথের সীমানা নির্ধারণের বৈঠকে বসেছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) এখন ভোটারদের চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম প্রভাবিত হয়েছে। একটি ওয়ার্ডের অধীনে একাধিক বুথ থাকতে পারে, তাই এই পুনর্বিন্যাসের কাজ অত্যন্ত নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, যেখানে প্রায় ৬৮ হাজার আপিল এখনও অমীমাংসিত, সেখানে কোন জাদুবলে পোলিং বুথের নতুন কাঠামোর সঙ্গে ভোটারদের তথ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করবে কমিশন? নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক বকেয়া কাজ শেষ করা যে কার্যত অসম্ভব, তা বলাই বাহুল্য।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কলকাতার সচেতন নাগরিকদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—তবে কি হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে তাঁদের মৌলিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনও সুপরিকল্পিত ছক কষা হয়েছে? যদি এই বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোটদান থেকেই বাদ পড়েন, তবে সেই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের হিসেব কি আদৌ কলকাতার প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটাবে? নির্বাচন কমিশনের এই অপদার্থতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা শুধু যে আসন্ন পুরভোটের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই কালিমালিপ্ত করছে তাই নয়, বরং গণতন্ত্রের বুকেই এক মারাত্মক কুঠারাঘাত করছে।

ফটোশ্যুট করে কমবে না ডেঙ্গি, পুরসভাকে তোপ খোদ বিজেপি বিধায়কের

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভা ডেঙ্গি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শুধুমাত্র লোকদেখানো ছবি তুলে এবং প্রেস কনফারেন্স করে ডেঙ্গির মতো মারাত্মক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কোনও যথাযথ ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এবার এই অভিযোগ করলেন খোদ বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। নিজেদের সরকার পরিচালিত পুর প্রশাসনের উপরই গাফিলতির অভিযোগ করলেন তিনি। এমনকী সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিজিকে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলেই জানান তিনি।

বর্ষা বিদায়ের প্রাক্ মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়েছে ডেঙ্গি। সাড়ে আট হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা। সব থেকে বেশি ডেঙ্গি আক্রান্ত মুর্শিদাবাদে। উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কলকাতাও। আক্রান্তের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এই শহর। কিন্তু তাতেও হেলদোল নেই পুরসভার। তারা ছবি তুলে গালভরা প্রচারে ব্যস্ত। এদিকে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ফুটপাথে কোথায় দুধ ফোটাচ্ছেন, কে কোথায় সাইকেল রাখছেন সেই বিষয় নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে এই জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার মতো সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনাই নেই। রীতেশ তিওয়ারি বলেন, কলকাতা পুরসভা আসল কাজ ছেড়ে প্রচারেই বেশি ব্যস্ত। আধিকারিকেরা রাস্তায় নেমে ছবি তুলছেন আর ঘরের ভেতর বসে প্রেস কনফারেন্স করছেন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। এভাবে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

শহরের বহু এলাকায় নিয়মিত মশা মারার তেল ছিটানো হচ্ছে না, জমে থাকা জল পরিষ্কারের ক্ষেত্রেও চরম গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ পরিস্থিতি সামাল দিতে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে পারেনি বলেই আজ এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। পুর আধিকারিকদের অপদার্থতা ও কর্পোরেশনের অদক্ষতার বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পরপর ডেঙ্গিতে মৃত্যু ও একাধিক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও পুর আধিকারিকেরা কোনও পদক্ষেপ করেননি। উপরতলার কর্তাদের সন্তুষ্ট রাখতে নিচুতলার কর্মীরা ভুল তথ্যের পরিসংখ্যান পেশ করছেন।

মোদি-শাহ নেই, ইডেনে পুজোর মেগা ইভেন্টে মুখ পুড়ল শুভেন্দু সরকারের

প্রতিবেদন : ভোটের বৈতরণী পার হতেই কি বাংলার দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ঘোরাল দিল্লির বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব? দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে ইডেন গার্ডেন্সের মেগা পুজো ইভেন্ট ঘিরে রাজ্য বিজেপির ফোলানো প্রচারের বেলুন কার্যত এক লহমায় চুপসে দিলেন দলের মহারথীরাই। প্রথমে রাজ্যজুড়ে তীব্র হাওয়া তোলা হয়েছিল যে, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থাকবেন এই হাই-প্রোফাইল পুজো উদ্বোধনে। এরপর সেই আশায় জল ঢেলে ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নামানো হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই অমিত শাহও নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের নবগঠিত শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।

রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই প্রশ্ন— তবে কি ভোট মিটতেই বাংলার থেকে ফায়দা লোটার পর্ব শেষ? নাকি প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে ক্ষমতায় আসার পর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকা রাজ্য সরকারের ওপর ইতিমধ্যেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন মোদি-শাহেরা? দিল্লিতে

নির্বাচন ফুরোতেই ব্রাত্য বাংলা

বসে তাঁরা হয়তো ভালভাবেই আঁচ করতে পারছেন যে, প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ফারাক সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ ঘটাচ্ছে। আর সেই কারণেই দূরত্ব তৈরির এই সুকৌশলী পিঠটান।

রাজ্য বিজেপির নেতারা যখন ইডেনের এই অনুষ্ঠান নিয়ে উন্মাদনার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছনোর মরিয়া চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই আচমকা অনুপস্থিতি প্রমাণ করে দিল যে, ‘ডাবল ইঞ্জিন’-এর গালভরা বুলি আসলে ভোটের আগে নিছকই এক রাজনৈতিক চমক। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গ বিজেপির নেতাদের কার্যত মাঝদরিয়ায় ফেলে হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন দিল্লির নেতারা।

একদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের নানা প্রান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এনে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ঘোচার ফিরিস্তি গাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন দলের শীর্ষ দুই নেতার এই প্রত্যাখ্যান বুঝিয়ে দিল, শাসকের মসনদে বসলেও দিল্লির চোখে বাংলার গুরুত্ব আদতে সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। ক্ষমতা দখলের পর সাধারণ মানুষের আবেগ নিয়ে এই চরম ছিনিমিনি খেলার জবাব আগামী দিনে রাজ্যবাসীকে দিতেই হবে।

টলি নায়িকার বেইমানিতে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের, ক্ষোভ বিজেপি'র অন্দরেও

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করেছিলেন কোয়েল মল্লিক। এবার বিজেপি-র হয়েও রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিলেন। আর তা নিয়েই সোমবার অভিনেত্রীকে খোঁচা দিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, বড় মাপের অভিনেত্রী কোয়েল। সংলাপ একবার মাথায় ঢুকিয়ে নিলে তা আর ভোলেন না। কটাক্ষের সুরে এমনটাই বললেন কুণাল। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে বুলি কোয়েল আউড়েছিলেন, এখন সেই একই বুলি আউড়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন। মল্লিক পরিবারের কাছ থেকে এমন ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ তিনি আশা করেননি বলেই মন্তব্য কুণালের। কুণাল তিনি আরও বলেন, বিজেপিতে লকেট চট্টোপাধ্যায়, ভারতী ঘোষের মতো নেত্রী থাকা সত্ত্বেও কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভার প্রার্থী করা বিজেপির ‘দেউলিয়াপনা’। বেলেঘাটার বিধায়ক কটাক্ষ করে বলেন, তার মানে বিজেপির কাছে লকেটের থেকেও ভালো অভিনেত্রী কোয়েল!

রাজনীতিতে কোয়েলকে নিয়ে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকও একসময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কোয়েল মল্লিককে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শ্রীরামপুরের সাংসদ বলেন, এক সময় শুভেন্দু অধিকারীও তৃণমূলে ছিলেন। এরা সবাই ভাল অভিনেত্রী। সকালে নায়িকা বিকেলে ভিলেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক সাংসদ মহুয়া মৈত্রও খোঁচা দিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, কনগ্র্যাচুলেশন্স— অভিনন্দন বিজেপি কর্মীদের— আরেকজন তৃণমূলের গদ্দারকে রাজ্যসভাতে পাঠালেন! নিজের পার্টিতে লোক খুঁজে পেলেন না বুঝি?

কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভার মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরাই নয়, বিজেপি’র অনেক পুরনো কর্মীরাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিজেপি’র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সুখেন্দুশেখর রায়, কোয়েল মল্লিক, প্রকাশ চিক বরাইক এবং সুস্মিতা দেব—যাঁরা গতকাল পর্যন্ত তৃণমূলে ছিলেন, দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া বিজেপি কর্মীদের বাদ দিয়ে তাঁদের রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে বিজেপি। আমি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ অবসর জীবন কাটাচ্ছি এবং খবরটি পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও বেদনা রয়েছে। এই ক্ষোভকে উপেক্ষা করা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 October, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছারখার

মহা ফাঁপরে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কমিশন সংক্রান্ত মামলা ছিল। এটি জনস্বার্থ মামলা ছিল। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একচ্ছত্র ও একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এই মামলায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের আর্জি জানানো হয়। শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানায়, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত হতে হবে হয় সর্বসম্মত, নতুবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী। কমিশনের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নেওয়া হয়েছিল কি না, সে-বিষয়ে জবাব তলব করা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমার ও বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারকে। আর এই জায়গাতেই আসল ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছি, কমিশনের দুই নির্বাচন কমিশনার বিগত দশ মাসে চোদ্দোটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে বারবার বলা হয়েছে, জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের সম্মতি না নিয়েই নিজের সিদ্ধান্তে এসআইআর-এ একের পর এক নাম বাদ দিয়েছেন। শুধু দুই কমিশনার নন, সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এসআইআর নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী। দেশের কোনও নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার নেই কমিশনের। যেভাবে দেশজুড়ে প্রায় ৮২ কোটি ভোটারের মধ্যে ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক এবং স্বেচ্ছাচারিতা। এই জিনিস কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মহারাষ্ট্রের নির্বাচন আধিকারিকও একই সুরে কথা বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কীভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রমাণ দাখিল করবে কমিশন। অনেকে মনে করছেন, এবার রাজনৈতিকভাবে চাপের খেলা শুরু হবে। দুই কমিশনারকে দলে টানতে ইতিমধ্যেই নানা রাষ্ট্রীয় চাপের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সরকার যদি ভেবে থাকে চাপ তৈরি করে সিদ্ধান্ত বদলাবে, তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই আন্দোলনে ছারখার হবে এই চক্রান্তের বেড়াজাল।

e-mail থেকে চিঠি

সনাতনী শিবিরের মাত্রাছাড়া মাতব্বরি

ভোটের আগে বাংলায় এসে পরিযায়ী নেতারা অহরহ বলতেন, বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। বাংলায় তখন বিসর্জনের কার্নিভাল হত। তাতে বিদেশি অতিথিরা আসতেন। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বাংলার দুর্গাপুজোকে তখন আন্তর্জাতিক শিরোপা এনে দিয়েছিল। আবহমান সংস্কৃতিতে তখন অন্য জাঁক। শিউলির গন্ধ, তুলোর মতো মেঘের ওড়াউড়ি, ঢাকের আওয়াজ, এসবের সঙ্গে জুড়ে গেছিল লক্ষ্মীদেবীর পুজোও, অর্থনীতির উচ্ছলতাও। মানুষ তখন পরিযায়ী নেতাদের চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুনত, কিন্তু মিথ্যে প্রলাপ ভেবে সেগুলিকে উপেক্ষা করত। পরিযায়ী নেতারা তাতেও থামতেন না। অনর্গল উৎসাহে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নির্ভয়ে দুর্গা পুজোর আয়োজনের বিষয়টাও জুড়ে দিতেন। আর এখন, যখন বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তন এল, তখন বঙ্গবাসী অবাক হয়ে দেখছেন উৎসবপ্রিয় বাংলায় হইহই করে বন্ধ হচ্ছে দুর্গাপুজো। একটার পর একটা। বাঙালি বুঝতে পারছে, ওরা যা বলে তার উল্টোটা বুঝতে হয়। ভয় ইন ভরসা আউটের বাংলায় তাই বোধন হবে না কলকাতা শহর ও তার আশপাশের একাধিক জায়গায়। আর, সব জায়গায় পুজো বন্ধ হওয়ার কারণ একটাই। হঠাৎ সনাতনী হতে চাওয়া শিবিরের মাত্রাছাড়া মাতব্বরি। পুজো করার আন্তরিকতাকে ছেঁটে ফেলে পুজোর আয়োজন গিলে খাওয়ার তৎপরতা। এজন্যই পুজো বন্ধের ঘোষণা করেছে কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটের ইয়ং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসিয়েশন। মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার এই ক্লাবটি ২ অগাস্ট দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজোও করেছিল। তার পর থেকে চারপাশের চাপ বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে হুমকি ও প্রশাসনিক অসহযোগিতা। সহ্য করতে না পেরে উদ্যোক্তারা পুজো বন্ধের কথা লিখিতভাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। নিজেদের এই সিদ্ধান্তকে ‘দুঃখজনক’ বলছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে অকপটে জানিয়েছেন, কতিপয় ব্যক্তির দাদাগিরি তাঁদের পুজোর উদ্যোগ থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছে। পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন করার অনুরোধ জানানো হয়েছে এলাকাবাসীকে। সেইসঙ্গে তাঁদের এই সিদ্ধান্তের জন্য এলাকার মানুষের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন উদ্যোক্তারা। গত ১৮ই আগস্ট ছাপা অক্ষরে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বিষয়টি সকলকে জানানো হয়। সমাজমাধ্যমেও ছড়িয়ে দেওয়া হয় সেই বিজ্ঞপ্তি। প্রায় একই ছবি বিরাটির তরুণ সংঘের ক্ষেত্রে। — **পীযূষ মাইতি, সল্টলেক, সিকে ব্লক, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সময় এসেছে এবার ঠ্যালাটা বোঝাবার

লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না। এটা গণতন্ত্রের লজ্জা। ভোট দেবার সাংবিধানিক অধিকার হরণের এই অপরাধের দায় কে নেবে? প্রশ্ন তুললেন **তানিয়া রায়**

এসআইআর-এর ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার পর নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ভোট করা মানে বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া। এই অধিকার কমিশনের আছে কি না সেই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে ওঠার পর প্রধান বিচারপতির নির্লিপ্ত ভাষ্য একটা নির্বাচনে ভোট দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ পরোক্ষে সর্বোচ্চ আদালত ভোটাধিকার কাড়ায় সায় দিচ্ছে।

প্রতি বছরই নির্দিষ্ট নিয়মে ভোটার তালিকা সংশোধন হয়। এবার সেভাবেই সংশোধন হত এবং ভোটের পর এসআইআর করা যেত। এমন নির্দেশ মানুষ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আশা করেছিল। কিন্তু আদালত প্রত্যাশা পূরণ করেনি। পশ্চিমবঙ্গে আদালতের নির্দেশে বিচার বিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগ করে যুক্তিগ্রাহ্য অসঙ্গতি ক্ষেত্রে বিচারের ব্যবস্থা হয়। কেটে যায় দীর্ঘ সময়। এখন জানা যাচ্ছে বিচার বিভাগীয় আধিকারিক যাদের বৈধ বলে রায় দিয়েছেন তাদের একটা বড় অংশের নাম তালিকায় ওঠেনি। সেই অসম্পূর্ণ তালিকার ভিত্তিতে ভোট হয়ে গেল এবং বিজেপি ক্ষমতায় এসে গেল। এখন বাতিল ২৭ লক্ষের নাম তোলা এবং তালিকায় নাম থাকাদের নাম বাদ দেবার আবেদন বিচার করতে সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর ট্রাইবুনাল গঠন করেছে। যে গতিতে কাজ চলছে তাতে আগামী ১৫ বছরেও সব আবেদন বিচার করা সম্ভব হবে না। এদিকে যে ক’টির বিচার হয়েছে তার ৯৩ শতাংশই ভোটাধিকার ফেরত পেয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার এসআইআর আসলে অবৈধভাবে বৈধ ভোটারের নাম ছাঁটার গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিকে নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থা— এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে দেশের নাগরিকরা শুধু বিভ্রান্ত নন, রীতিমতো তাদের নাজেহাল অবস্থা। এটা বুঝতে কোনও সংবিধান বিশারদ বা সাংবাদিক হওয়ার দরকার নেই।

প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে (প্রাপ্তবয়স্ক) ভোটাধিকার দিয়েছে সংবিধান। ভোট দেওয়া এবং ভোট দিয়ে লোকসভা ও বিধানসভা গঠন করা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা কোনও সংস্থাকে সংবিধান দেয়নি। ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে নানা অছিলায় নির্বাচন কমিশন বিপুল সংখ্যক নাগরিকের ভোটাধিকার সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে কেড়ে নেওয়ার আয়োজন করছে। একাজে বিচার ব্যবস্থার দিক থেকেও পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন মদত মিলছে। প্রশ্ন হল নির্বাচন কমিশন কোন সাংবিধানিক ক্ষমতার জোরে ১৩ কোটি ভারতীয়র নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছে? তেমনি দেশের সর্বোচ্চ আদালতও এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান না নিয়ে পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করার সুযোগ দিচ্ছে কেন? এগুলো অতি সাধারণ প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া গেলে দ্রোহ অনিবার্য।

তারই অপেক্ষা এখন ১০ তারিখে।

মহালয়া মানেই বাঙালির কাছে দেবীপক্ষের সূচনা। কিন্তু এবার তার সঙ্গেই জুড়ে গেল এক প্রতিবাদের ডাক—‘যেখানেই আটকাবেন, সেখানেই হবে যন্তরমন্তর! নিরাপত্তা ব্যবস্থা যত কঠোরই হোক, আগামী ১০ তারিখ আমরা দিল্লি পৌঁছাবই।’ হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল ককরোচরা। গান্ধীজয়ন্তীর বিশেষ দিনটিকে বেছে নিয়ে শুক্রবার মুম্বইয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল তারা। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অসন্তোষ নতুন নয়। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলন যখন দিল্লির যন্তরমন্তর ছাড়িয়ে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রশ্নটি আর নিছক কোনও একটি দলের সঙ্গে কমিশনের সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ককরোচদের ‘যন্তরমন্তর ২.০’ কর্মসূচি, কৃষকদের মহাপঞ্চায়েত, বাম ছাত্র-যুবদের সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ, নাগরিক সমাজের পথে নামা—সব মিলিয়ে যে ছবি তৈরি হচ্ছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে একটি শব্দ: অনাস্থা।

ভোটার লিস্ট নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, রাজনৈতিক দলগুলির আপত্তি থাকতে পারে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা একবার নষ্ট হলে পুলিশি ব্যারিকেড দিয়ে তাকে ফেরানো অসম্ভব। বরং আন্দোলনকারীদের রুখতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কঠোরতর হলে অভিযোগকারীদের বক্তব্যের ধার ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবে।

দিকে দিকে রাজ্যে রাজ্যে সেটিই হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিবাদ হবে এবং সরকার তার জবাব দেবে। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। আর এর ব্যত্যয় ঘটলে, রাষ্ট্রের তরফে বলপ্রয়োগের অমানবিক রাস্তা গুরুত্ব পেলে বিতর্কের কেন্দ্র পথ হারায়। ইসিআইয়ের কাজকর্ম থেকে বিতর্ক সরে যায় রাষ্ট্রের ভূমিকার দিকে।

সেটাই আজ ঘটছে।

এই প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আরও গুরুতর। কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং পেরেক লাগানো ব্যাটন ব্যবহারের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও টাটকা। সরকার ও কমিশনের সমালোচনাকে ‘অশান্তি’ বলে চালাবার কৌশলটি নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক।

মহালয়ার আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের চরম সময়সীমাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি যতই উত্তপ্ত হোক, আসল প্রশ্ন প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে, ব্যক্তির গুরুত্ব সেখানে অতটা নয়। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ কোনও হুমকিতে নির্ধারিত হওয়ার বিষয় নয়, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাঁকে পদে বহাল রাখার কৌশলটিও গণতান্ত্রিক রীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

অভিযোগ সত্যিই ভিত্তিহীন হয়ে থাকলে তথ্যসহযোগে তা প্রমাণ করার দায় সরকারের। কমিশন তার পদক্ষেপগুলিকে স্বচ্ছ ভেবে থাকলে সেই স্বচ্ছতার দরজা আরও উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নিক তারা।ভোটার তালিকায় নাগরিকের নাম, প্রদত্ত ভোট এবং ভোটের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখাই শেষকথা।গণতন্ত্রের সবচেয়ে উঁচু ব্যারিকেডটি কোনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই, সেটি কোটি কোটি ক্ষুব্ধ মানুষের মনে।

এই কথাটি বোঝার ও বোঝানোর সময় সমুপস্থিত।

এবার ইডির ভূমিকায় কড়া অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের। কোনও অভিযোগপত্র হাতে পেলে তদন্ত বা বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য তাদের নিম্ন আদালতের আগাম অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই

নিকোবর: আর্জি খারিজ আদালতে

প্রতিবেদন : গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টে গৃহীত হয়েছে এই মামলা। আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি রয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের একটি বেঞ্চ ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানিকে জানান যে, হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই মামলাটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী উল্লেখ করেন, এই মামলাটি নিকোবর দ্বীপের আদিবাসী অধিবাসীদের অধিকার, ভবিষ্যৎ এবং পরিবেশগত উদ্বেগের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। মামলাটিতে স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাধিক সদস্যও নিজেদের যুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং স্থানীয় আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে এই মেগা প্রকল্পের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। কেন্দ্র চেয়েছিল শীর্ষ আদালত যেন মামলাটি সরাসরি খারিজ করে দেয়, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই দাবি নাকচ করে দিল।

বাংলায় বুধের পর বর্ষা বিদায়

প্রতিবেদন : বর্ষার বিদায় হতেই ভোরের দিকে শিরশিরে শীত অনুভূত হতে শুরু করেছে। দুর্গা পুজোতে জোড়ালো বৃষ্টি না হলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। এই মুহূর্তে রাজ্যের কোথাওই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণবঙ্গের ওপর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বজায় থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া। বুধবারের পর বর্ষা পুরোপুরি বিদায় নেবে। তারপর বৃষ্টি আরও কমবে। কলকাতা শহরের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ও রোদ ঝলমলে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে। দিনের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে ফের একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি খানিকটা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গ থেকেও বর্ষা বিদায়ের মুখে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেপির নেতৃত্বে এবং প্রশ্রয়ে বারবার হামলা, উত্তাল প্রতিবাদ

আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিলে স্তব্ধ শহর

প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই আইনজীবীদের বারবার বিজেপি-আরএসএস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের আইনজীবীদের বিজেপি-আরএসএস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মারধর ও হেনস্থার প্রতিবাদে নামলেন মহানগরীর রাজপথে। সোমবার একদিকে অবস্থান, অন্যদিকে ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মিছিলে শামিল আইনজীবীরা। গত সপ্তাহে ব্যাঙ্কশাল আদালত চত্বরে আইনজীবীদের মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার প্রায় ৬ ঘণ্টা পথ অবরোধ করে রাখেন ব্যাঙ্কশাল আদালতের আইনজীবীরা। হেয়ার স্ট্রিট ও কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের মোড় থেকে স্ট্র্যান্ড রোডের মিলেনিয়াম পার্ক সংলগ্ন এলাকা-সহ এর জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশ। আইনজীবীদের

আন্দোলনের জেরে বিবাদী বাগ চত্বরেও তীব্র যানজট তৈরি হয়। দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে থাকা গাড়িচালক ও যাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে। দ্রুত রাস্তা খালি করার দাবি জানান তাঁরা। পরে কলকাতা নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারকের সঙ্গে আইনজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনায় অবস্থান ওঠে। শুধু ব্যাঙ্কশাল নয়, এদিন হাইকোর্টেও আইনজীবীদের একাংশ বিক্ষোভ মিছিল করেন। দু'দিন আগে আইনজীবী শামিম আহমেদের গাড়িতে হামলা ও ব্যাঙ্কশাল আদালতের ঘটনায় মিছিল শুরু হয় হাইকোর্টের প্রধান গেট থেকে। তা গিয়ে শেষ হয় ব্যাঙ্কশাল আদালতে। অভিযোগ, বারবার আদালত চত্বরেই আইনজীবীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। নিরাপত্তা ও প্রতিকারের দাবিতে এদিন হাইকোর্ট, ব্যাঙ্কশাল, শিয়ালদহ এবং হাওড়া আদালতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি দেখা যায়। আইনজীবীদের প্রশ্ন, আদালত যদি আইনজীবীদের কাছেই নিরাপদ না থাকে, তাহলে বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে কে?

হকারদের বিকল্প জায়গা দিন, জীবিকা কাড়া চলবে না : মানবাধিকার কমিশন

প্রতিবেদন : বিজেপি ক্ষমতায় এসেই হকারদের রুটি-রুজি কেড়ে নিচ্ছে। উৎসবের মরশুমেও রেহাই দিচ্ছে না হকারদের। এই পরিস্থিতিতে হকারদের সমর্থনে মানবাধিকার কমিশন জানিয়ে দিল, উৎসবের উপরেই হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের রুটি-রুজি নির্ভর করে। তাই হকার উচ্ছেদ চলবে না। তাদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনওভাবেই হকারদের হেনস্থা বরদাস্ত নয়। তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে।

দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হকার ও স্থানীয় বিক্রেতাদের জীবিকা এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনের নির্দেশিকা, দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে দীপাবলি, ছটপুজো, ক্রিসমাস— একের পর এক উৎসবে গোটা দেশ সেজে উঠছে আনন্দের আলোয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি বিশাল অর্থনীতিও। সেই অর্থনীতির সুফল যাতে হকার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পান, তার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সরকারকে। সম্প্রতি কলকাতা-সহ দেশের একাধিক বড় শহরে ফুটপাথ ও রাস্তার ধারের হকার উচ্ছেদে প্রশাসনের তৎপরতা বেড়েছে। জরিমানা করা হচ্ছে। গত বছর উৎসবের মরশুমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য প্রিয়াঙ্ক কানুনগোর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করে। চলতি বছরে কমিশনের নতুন পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, উৎসবের এই দিনগুলিই হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আসল আয়ের সময়। তাই তাঁদের মানবাধিকার ও জীবিকার অধিকার রক্ষা করা প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই মর্মে মানবাধিকার কমিশন নির্দেশিকায় জানিয়েছে, দুর্গাপুজো, নবরাত্রি, দীপাবলি ও ছটপুজোর মতো উৎসবের মরশুমে স্থানীয় বিক্রেতাদের যেন কোনওভাবেই জীবিকা কেড়ে না নেওয়া হয়।

মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষণে আরও জানানো হয়েছে, যদি জনসুরক্ষায় এলাকা খালি করা একান্তই জরুরি হয়ে পড়ে, তবে অবিলম্বে উপযুক্ত বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। ভেন্ডরদের পণ্য বিনা কারণে বাজেয়াপ্ত করা চলবে না। হকার বা ফেরিওয়ালাদের হেনস্থা করা হলে কিংবা তোলাবাজির অভিযোগ পেলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই নিয়মগুলি যেন জেলাশাসক, পুরসভা কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সিসিটিভি যথেষ্ট নয়, নিশ্চিত করতে হবে নিরাপত্তা : কোর্ট

প্রতিবেদন : রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিই যথেষ্ট নয়, বরং ক্যাম্পাস জুড়ে নিরাপত্তার একটি সামগ্রিক ও নিশ্ছিদ্র পরিবেশ তৈরি করা জরুরি। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল, সোমবার সেই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তার বিষয়ে রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং, বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ এবং পড়ুয়াদের হেনস্থার মতো একাধিক অনভিপ্রেত ঘটনা সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বাড়াতে আদালত কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে, তার একটি রূপরেখা তৈরি করার নির্দেশ দেয়।

ডিভিশন বেঞ্চের মতে, শুধু সিসিটিভি বসালেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, ক্যাম্পাসে সুষ্ঠ ও নিরাপদ পড়াশোনার পরিবেশ গড়ে তোলাও তাদেরই কাজ বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেয়। ক্যাম্পাসের ভিতরে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কোনও ধরনের অরাজকতা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করাই আসল কাজ। বিশেষ করে আদালত ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাথর বিষয়টি উল্লেখ করে জোর দিতে বলেছে। বিচারপতি মন্তব্য করেন, ডায়মন্ড হারবারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তার নিরাপত্তায় যেন কোনও খামতি না থাকে। আগামী ১০ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

রাজ্য
6 October, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চাঁদার জুলুম। দাবিমতো চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ীকে ক্লাবঘরে ডেকে মারধরের অভিযোগ। কাঁচরাপাড়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা

সিঙ্গাপুরে দুর্গাপুজোর ৭০ বছর শিকড় থেকে শিখরে এক টুকরো বাংলা

সুমনা আদক • সিঙ্গাপুর

শরতের আবহে সিঙ্গাপুরের ব্যস্ত নগরজীবনের মধ্যে এ বছর আরও একবার উঁকি দিচ্ছে মহিষাসুরমর্দিনীর সুর। এবছর সিঙ্গাপুরের শারদোৎসব পা দিলো ৭০ বছরে। কয়েক দিনের জন্য বদলে যায় শহরের পরিচিত ছন্দ। ঢাকের শব্দ, ধুনোর গন্ধ, শিউলির স্মৃতি, অঞ্জলির মন্ত্রোচ্চারণ আর পুজোর পরের অনিবার্য আড্ডা সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অন্যরকম আবহ। মনে হয়, ভৌগোলিক দূরত্ব যেন হঠাৎ করেই গুরুত্ব হারিয়েছে। কলকাতা কিংবা বাংলার কোনও পুজোমণ্ডপ যেন দূরদেশ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সিঙ্গাপুরের মাটিতে।

সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী বাঙালিদের কাছে দুর্গাপুজো তাই শুধুই একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। এটি ঘরে ফেরার অনুভূতি, নিজের শিকড়কে ছুঁয়ে দেখার মুহূর্ত এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে একই সাংস্কৃতিক সুতোয় বেঁধে রাখার এক অনন্য সামাজিক পরিসর। এই দীর্ঘ পথচলার অন্যতম সাক্ষী Bengali Association Singapore (BAS)। সাত দশকের পথ পেরিয়ে BAS-এর দুর্গাপুজো আজ শুধু একটি কমিউনিটি উৎসব নয়, সিঙ্গাপুরের বহুসাংস্কৃতিক জীবনেরও একটি পরিচিত অংশ।

ছোট্ট উদ্যোগ থেকে সাত দশকের ঐতিহ্য আজকের পুজোর গল্প।

এই পুজোর গল্পের শুরুটা ছিল অনেকটাই জৌলুসহীন। আজকের ঝলমলে আয়োজন, বিপুল মানুষের সমাগম কিংবা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেই শুরুর দিনের ছবি মেলানো কঠিন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের সিঙ্গাপুরে বাঙালি সম্প্রদায় নেই বললেই চলে। হাতে গোনা কিছু পরিবার, সীমিত পরিসরের সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন দেশে নিজেদের জায়গা তৈরি করার নিরন্তর চেষ্টা,এই নিয়েই তখনকার বাস্তবতা।

১৯৫৬ সালে BAS-এর সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়। প্রায় ৫০টি স্থানীয় বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করা নয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ, শিক্ষা, বিনোদন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নতুন দেশে বসবাসকারী বাঙালিদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক পরিসর তৈরি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

বিদেশের মাটিতে বসবাস করা মানুষের কাছে তখন 'কমিউনিটি' শব্দটির অর্থ ছিল আরও গভীর। পরিচিত মানুষ, পরিচিত ভাষা, খাবার, গান, সাহিত্য এবং উৎসব এসবই ছিল অচেনা পরিবেশে নিজের পরিচয়টুকু ধরে রাখার অবলম্বন। সেই জায়গা থেকেই দুর্গাপুজো ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনক্ষেত্র।

প্রথম দিকের পুজোর আয়োজন ছিল অনেক বেশি ঘরোয়া। সীমিত সংখ্যক পরিবার নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে পুজোর আয়োজন করতেন। কোথাও হয়তো ছোট পরিসরে প্রতিমা আনা হয়েছে, কোথাও রান্না হয়েছে নিজেদের হাতে, আবার কোথাও পুজোর শেষে বসেছে দীর্ঘ আড্ডা। আয়োজনের চাকচিক্য কম থাকলেও আবেগের কোনও ঘাটতি ছিল না।

বরং সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তৈরি হয়েছিল এক বিশেষ পারিবারিক বন্ধন। একজনের বাড়িতে পুজোর প্রস্তুতি, অন্যজনের হাতে প্রসাদের দায়িত্ব, কেউ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন, কেউ আবার নতুন প্রজন্মকে বাংলা গান বা কবিতা শেখাচ্ছেন এইভাবেই উৎসব হয়ে উঠেছিল সম্মিলিত উদ্যোগ।

সময়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে বাঙালিদের সংখ্যা ও সামাজিক পরিসর বাড়তে থাকে। কর্মসূত্রে, শিক্ষার কারণে কিংবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রজন্মের বাঙালির আগমন ঘটে। নতুন পরিবার যুক্ত হয়, নতুন প্রজন্ম বড় হতে থাকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে BAS-এর কার্যক্রমও বিস্তৃত হয়।দুর্গাপুজোও ধীরে ধীরে ঘরোয়া আয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়।

কমিশনের মিথ্যাচার ফাঁস

(প্রথম পাতার পর) ফর্মটির সঙ্গে যুক্ত একটি অতিরিক্ত সংযোজনী বা বয়ান নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্কের প্রেক্ষাপটে আদালতের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওই বিতর্কের পর গত ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে দাবি করে যে, ফর্ম-৬-এর সঙ্গে যুক্ত সংশোধিত ঘোষণাপত্রটি সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক 'অনুমোদিত' হয়েছে। তবে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সোমবার সেই দাবি খারিজ করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আদালত এই সংশোধিত ফর্ম অনুমোদন করেনি এবং কারা প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনগুলি করেছিল, তা জানতে কমিশনের ফাইল ও নথি খতিয়ে দেখতে চায় আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, সংশোধিত ফর্ম-৬ আমাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। নথি জমা পড়লে আমরা দেখতে চাই যে এই ফর্মে কে বা কারা পরিবর্তন এনেছে।

এছাড়া নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই কমিশনারের সম্মতি ছাড়া একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত বা সাময়িকভাবে স্থগিত করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন কোনও আদেশ দিতে অস্বীকার করেছে সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ জানায়, কমিশনের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আদালত ধরে নেবে যে কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি আইনানুগ ভাবেই নেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপর ভিত্তি করে এখনই কোনও আদেশ দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রতিবেদনটি সঠিক বা ভুল উভয়ই হতে পারে, তবে তার ওপর ভিত্তি করে আমরা কোনও নির্দেশ দিতে পারি না। আমাদের কমিশনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে কাজ

(প্রথম পাতার পর) বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের কাছে নোটিশ জারি করে এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর খবর অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন কীভাবে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের অনুমোদন ছাড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই প্রশ্ন তোলা হয়। আবেদনকারীদের দাবি, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশীর সম্মতি ছাড়াই ভোটার তালিকা, ভোটার নিবন্ধন এবং কমিশনের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

নির্বাচন কমিশন অবশ্য এই অভিযোগের ব্যাখ্যায় জানিয়েছে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্ন, মতামত বা পরামর্শ দেওয়া স্বাভাবিক বিষয়। সেগুলিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মতবিরোধ হিসেবে দেখানো ঠিক নয়। এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছিল বলে কমিশনের দাবি।

আদালতের মতে, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি আইন মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না, তা যাচাই করার জন্য প্রথমে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে প্রামাণ্য তথ্য প্রয়োজন। আদালত জানিয়েছে, তদন্তের পর যদি দেখা যায় কোনও সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় সর্বসম্মতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হয়নি, তা হলে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করার বিষয়টি আদালত বিবেচনা করতে পারে।

ট্রাফিকের ব্যর্থতায় শ্লথ যান চলাচলে ভোগান্তি

প্রতিবেদন: সপ্তাহের শুরুতেই চরম ভোগান্তির শিকার হলেন কলকাতার সাধারণ মানুষ। সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের মিছিলকে কেন্দ্র করে সোমবার শিয়ালদহ থেকে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকে শয়ে শয়ে যানবাহন। কর্মব্যস্ত দিনে এই বিশাল যানজটের জেরে নাজেহাল অবস্থা হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের।মিছিলের জেরে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে সেন্ট্রাল কলকাতা। বিরাটিতে এসএফআইয়ের কর্মসূচিতে হামলার ঘটনায় সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক আকাশ করকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর মুক্তির দাবিতে সোমবার শিয়ালদহ থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেয় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। মিছিল কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছোনোর পর সেখানে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। মিছিল ও অবস্থানকে ঘিরে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের সরানোরও চেষ্টা করা হয়। যানজটের যেতে অফিসফেরত মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ নিত্যযাত্রী দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে পড়ে নাভিশ্বাস ওঠে শহরবাসীর। সেইসঙ্গে সামনেই দুর্গাপুজো। চলছে কেনাকাটা। রাস্তায় যানজট হচ্ছে। একাধিক জায়গায় গাড়ির গতি কার্যত শ্লথ হয়ে যায়। কোথাও আবার কয়েকশো মিটার পথ পেরোতেও দীর্ঘ সময় লেগে যায়। যানজটে আটকে পড়ে ভোগান্তির মুখে পড়েন অফিসযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং জরুরি কাজে বেরনো মানুষজনের। নাভিশ্বাস উঠে শহরবাসীর।

শ্বশুরবাড়িতে রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, নোয়াপাড়া : কর্মহীনতা, চরম আর্থিক সংকট ও মানসিক অবসাদের জেরে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার রাতে নোয়াপাড়ার ইছাপুর কালীতলা এলাকায় শ্বশুরবাড়ির কাছে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। সেখানে আর্থিক দুরবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন মৃত ব্যক্তি বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ। নোয়াপাড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সৌরদীপ চক্রবর্তী (৪২)। তিনি বেহালার বাসিন্দা।

এসএসকেএমে গেল নেত্রীর আইনি চিঠি

(প্রথম পাতার পর) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর হুইলচেয়ারে করে তাঁকে নির্বাচনী প্রচার করতে হয়েছিল। এখন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিও ডায়াগনোসিস-এর ১১.০৩.২০২১ তারিখের রিপোর্ট দেখিয়ে দাবি করেছেন, পা ভেঙে যাওয়া অথবা ডিসলোকেশনের কোনও প্রমাণ মেলেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ইমেল পাঠানো হয়েছে। চিঠি গিয়েছে হাসপাতালের ডিরেক্টর, এমএসভিপি এবং নিউরোলজি বিভাগের প্রধানের কাছে। জানতে চাওয়া হয়েছে, ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসার মেডিক্যাল রেকর্ড কীভাবে প্রকাশ্যে এল? নথি প্রকাশের ঘটনায় চিকিৎসা-তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

নতুন বিমানবন্দরের

(প্রথম পাতার পর) বিমান ওঠানামার জন্য অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় এয়ারবেস রয়েছে, সেখানে নেত্রীর বিমান বা বিজেপি-র অনেক নেতার বিমানও অবতরণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে হাসিমারায় পুরোদস্তুর যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। কলাইকুন্ডায় যে এয়ারবেস রয়েছে সেটা সকলেরই জানা। নেত্রীই আবেদন জানিয়েছিলেন, সামরিক কাজকর্মের পাশাপাশি এখানে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হোক।

ফলে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। আদৌ একটাও নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে না। কুণাল ঘোষ বলেন, আমাদের আশঙ্কা অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরের যা আর্থিক অবস্থা, একটা বিমান সংস্থাও ঠিকমতো চালাতে পারছে না, এয়ার ইন্ডিয়াকেও টাটার কাছে বিক্রি করতে হচ্ছে, তাই আমরা বলছি, নতুন বিমানবন্দর তৈরি করার আওয়াজ তুলে আর্মি বেসগুলোতে পিপিপি মডেলের নামে আদানি বা অন্য কারওর জন্য দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে কি না তাও তদন্ত করে দেখা উচিত। এরই সঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, বাংলা জুড়ে জেলাস্তরে বিমানবন্দরের কথা যদি কেউ ভেবে থাকেন তিনি একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় ও রাজ্য সড়কে ই-রিকশা এবং ব্যাটারি চালিত অটো চলাচলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকায়। খবর পেয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ

পুলিশ লেলিয়েও রোখা গেল না তৃণমূলকে

ভিতু বিজেপি

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কর্মিসভায় জনগণের ভিড়। সোমবার।

প্রতিবেদন : ভিতু বিজেপির নোংরা রাজনীতি। পর পর তৃণমূলের সভায় ভিড় দেখে পুলিশ লেলিয়ে সভাস্থলের অনুমতি বাতিল করানো হয়েছে। কিন্তু তার পরও রুখতে পারল না তৃণমূলকে। সোমবার কুমারগঞ্জে কর্মীর বাড়িতে প্রায় বিপুল পরিমাণ জনসমর্থনে কর্মিসভা করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে দশ গোল দিল তৃণমূল। এই সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে জবাব দিয়েছেন সাংসদ। তিনি বলেন, তৃণমূলের সভায় মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখে ষড়যন্ত্র করে সভা আটাকানোর মরিয়া চেষ্টা চলছে। এমনকী পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পর-পর সব চক্রান্ত ব্যর্থ হচ্ছে। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে চক্রান্তের জবাব দিয়ে হচ্ছে সভা। আগামী দিনেও হবে। সাংসদ তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, সাত দিন আগে থেকে এই সভা স্থির ছিল। সুকান্তভবনে সভা করার অনুমতিও ছিল। কিন্তু উত্তর দিনাজপুরের সভায় মানুষের ভিড় দেখে ভয় পেয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তড়িঘড়ি এসপিকে ফোন করে সেই সভাস্থলের অনুমোদন বাতিল করানো হয়। ওরা ভেবেছিল তৃণমূল সভা করতে পারবে না। ভিতু বিজেপি ভুলে যায় তৃণমূলের নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আদর্শ আর সাহসে চলে দল। আর এই দল করতে গেলে দম লাগে। আর এই দলের ঢাল হলেন কর্মীরা। তৃণমূলের কর্মীরা কোনও শাসানিকে ভয় পান না। তাঁরা অকুতোভয়। দলের একনিষ্ঠ কর্মী মৃণাল সরকার তাঁর বাড়িতেই সভার আয়োজন করেন। এখানেই প্রায় ৭০০ মানুষের উপস্থিতিতে সভা হল। বিজেপি ফের ভয় পাবে বলেও কটাক্ষ করেন সাংসদ। এখানেই তিনি যোগ করেন, রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ যখন জানা যায় সভাস্থলের অনুমোদন পুলিশ দিয়ে বাতিল করানো হয়েছে তখনই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম 'এসেছি যখন যাব'। প্রয়োজনে একা হাঁটব বুনিয়াদপুরে। আমাদের কর্মীরা দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে এই চোখরাঙানিকে তুড়ি মেরে থামিয়ে দেওয়া যায়। কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে আরও একটি স্বতঃস্ফূর্ত সভা হল। সাংসদ বলেন, ভোট লুট করে বিজেপি জিতলেও মানুষের নয়নের মণি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি বেইমান, গদ্দারদের তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন সাংসদ। তিনি বলেন, হুগলির শ্রীরামপুর এবং চোপড়ার মানুষদের আবেদন জানাব বালিশ-শিবিরে যোগ দেওয়া বেইমানদের মানুষ জবাব দিন। বেইমানকে মানুষ কখনও ভালবাসে না। যাঁরা লড়াই করেন তাঁদেরই মানুষ ভালোবাসে বলেও তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি। ৪৪ বছরের রাজনীতি-জীবনের কথা তুলে ধরে সাংসদ বলেন, এত বেইমান আগে কখনও দেখা যায়নি। মানুষই নেতা তৈরি করে, মানুষই সাংসদ তৈরি করে। মানুষ বলে শেষ কথা, তাই মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাদের কোনও জায়গা নেই। ভোটার লিস্ট থেকে ৯৬ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়েও সরব হন কল্যাণ। তিনি বলেন, সারা ভারতে সাড়ে ১৩ কোটি মানুষের ভোট কেটেছে। আজ জেন-জি-রা জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যেদিন পদত্যাগ করবে সেদিন মোদিও বাই-বাই হয়ে যাবে বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সাংসদ বলেন, বিজেপি আমাদের কর্মীদের জেলে ঢোকাচ্ছে, কান খুলে শুনে রাখ— যতবার জেলে ঢোকানো হবে তত শত মানুষ আমাদের জন্য এগিয়ে আসবেন।

তৃণমূল লড়তে জানে নেত্রীর বার্তা কর্মীদের শোনালেন কল্যাণ

নেত্রীর বার্তা শোনাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : তৃণমূলের প্রতীকে জিতে বেমানরা মানুষকে ঠকিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস করতে গেলে দম লাগে। সবাই এই দল করতে পারে না। ফিরতে চাইলে ১৫ দিনের মধ্যে ফিরুন, নাহলে তৃণমূল লড়তে জানে। দুই দিনাজপুরের সভাতেই নেত্রীর এই বার্তা দলের কর্মীদের শোনালেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দক্ষিণদিনাজপুরের কুমারগঞ্জের কর্মী সভায় সাংসদ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আদর্শ। তাঁর দেখোনো পথেই আমরা হাঁটছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ভিতু নয়, আমরা লড়তে জানি। যদি দম নিয়ে কেউ দলে ফিরতে চান তাঁদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন নেত্রী। বলেই নিজের ফোন থেকে কর্মীদের নেত্রীর সেই বার্তা শোনান। সেখানে তিনি বলেন, "বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের শক্তিশালী করুন। যাঁদের আপনারা কষ্ট করে জিতিয়েছেন, তাঁদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। এরা বেইমান, এরা গদ্দার, এরা বিশ্বাসঘাতক, এদের কোনও ক্ষমা করবেন না। যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদেরকে বলব ১৫ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। যদি না পারেন আমরা লড়ে নেব।

কার্শিয়াংয়ে দুর্ঘটনা, মৃত ১, আহত পাঁচ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পাহাড়ে ঘুরতে এসে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি গাড়ি। রবিবার রাতে কার্শিয়াংয়ের রোহিণী রোডের কার্গিল দারা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে ছিলেন মোট ছয়জন। জানা গিয়েছে, ছয়জনই কার্শিয়াংয়ে ঘুরতে এসেছিলেন। ঘোরাঘুরি শেষে শিলিগুড়ির দিকে ফেরার পথে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সময় এলাকায় অন্ধকার ছিল এবং হালকা বৃষ্টিও হচ্ছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশের গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশকর্মীরা। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। খাদ থেকে ছয়জনকে উদ্ধার করা হলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি পাঁচজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গ্রাহক সেজে দোকানে ঢুকে টাকা নিয়ে চম্পট

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : গ্রাহক সেজে দোকানে ঢুকে সুযোগ বুঝে ক্যাশ বাক্স থেকে দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী দল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার-চঞ্চল রাজ্য সড়কের সাহাপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় ইটাহার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা শিবশঙ্কর সাহা রাস্তার ধারের বাড়ির সামনেই রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবসা করেন। প্রতিদিনের মতো এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তিনি দোকান খোলেন এবং দোকান ঝাঁট দেওয়ার কাজ করছিলেন। সেই সময় একাধিক ব্যক্তি গ্রাহক সেজে দোকানে আসে। অভিযোগ, এক ব্যক্তি ৩০০ টাকার কীটনাশক কিনে খুচরো টাকা দিয়ে বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেয়।

ঐতিহ্য আগলে রেখে ভূপালপুর রাজবাড়িতে পূজিতা হন দেবী

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

সময় গড়ালেও ইটাহারের দুর্গাপুরের ভূপালপুর রাজবাড়িতে যেন ঘড়ির কাঁটা থেমে রয়েছে এক অন্য সময়ে। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো কেবল শারদোৎসব নয়। এটি উত্তর দিনাজপুরের মাটিতে বেঁচে থাকা এক জীবন্ত ইতিহাস, যা আজও জমিদারি আমলের জৌলুস ও প্রাচীন পরম্পরাকে পরম যত্নে বুকে আগলে রেখেছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ভূপাল চন্দ্র রায় চৌধুরীর উত্তরসূরিদের হাত ধরে প্রজ্বলিত এই পুজোর শিখা আজও অটুট। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে জানা যায়, একসময় ইটাহারের চূড়ামন এলাকায় ছিল এই রাজবাড়ি। কিন্তু সর্বগ্রাসী মহানন্দা নদীর করাল গ্রাসে সেই রাজপ্রাসাদ ও রাজ্যপাট তলিয়ে যায় নদীগর্ভে। কালক্রমে দুর্গাপুরে নতুন রাজবাড়ি ও মন্দির নির্মিত হয়, আর সেখানেই নতুন প্রাণের ছন্দে আজও বহমান রয়েছে সেই শতবর্ষের পুজো। রাজবাড়ির এই দুর্গোৎসবে শিল্পকলা ও রূপকল্পনায় রয়েছে কিছু দুর্লভ স্বকীয়তা। আজও এখানে আধুনিক থিম নেই, একচালার কাঠামোয় সাবেকি ডাকের সাজেই অপরূপা হয়ে ওঠেন দেবী। দেবীর মাথার ওপর বরাভয় দিতে উপস্থিত থাকেন স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রচলিত লাল বা খয়েরি রঙের বদলে এখানকার অসুরের

গায়ের রং অত্যন্ত আকর্ষণীয়—ঘন সবুজ। সময়ের স্রোতে আচার-অনুষ্ঠানেও এসেছে কিছু পরিবর্তন। অতীতে যেখানে মহালয়া থেকেই শুরু হয়ে যেত দেবীর আদান-প্রদান এবং চলত জোড়া মোষ ও পাঠাবলির নিয়ম, আজ তা অনেকটাই সংযত। বর্তমান দিনে মহাষষ্ঠীর বোধনের মাধ্যমেই পুজোর শুভ সূচনা হয় এবং বলপ্রথা সম্পূর্ণ চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তবে নিয়মনিষ্ঠা, আভিজাত্য ও পবিত্রতার বিন্দুপরিমাণ হেরফের হয়নি। এই পুজোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত মুহূর্তটি আসে নবমীর দিন। পুজোর পর দেবীর বিশেষ ভোগ ও ফলমূল ঠাকুরদালানের উঁচুতে বেঁধে দেওয়া হয়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 October, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

প্রশাসনকে পরোয়া না করে চলছে পাহাড় ভাঙা

পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য প্রশাসনের কড়া নির্দেশিকাই সার। পুরুলিয়ায় অবাধে চলছে পাহাড় ও প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার বেড়োচণ্ডী পাহাড় কেটে অবাধে গ্রানাইট উত্তোলনের কাজ চলছে। পাহাড় ও প্রকৃতি ধ্বংস রুখতে পাহাড় বাঁচাও কমিটি গঠন করে পাহাড়ের পাদদেশে চলছে জেলাবাসীর অবস্থান বিক্ষোভ। পাশাপাশি ওই পাহাড়েই চলছে গ্রানাইট উত্তোলন। প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারীদের। ২০১৬ সালে তৃণমূল জমানায় ওয়েস্ট মিনারেল ডেভেলপমেন্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বেড়োচণ্ডী পাহাড় কেটে গ্রানাইট উত্তোলনের অনুমোদন পায় এক বেসরকারি সংস্থা। তারপর থেকেই চলছে পাহাড়কাটার কাজ। সেই সময় থেকে পুরুলিয়াবাসীরা পাহাড়কাটা বন্ধের দাবিতে বারবার আন্দোলনে নেমেছেন। কিন্তু তা বন্ধ হয়নি। রাজ্য সরকারের পালাবদলের পর সাধারণ মানুষের আশা ছিল, এবার হয়ত পাহাড় ও প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ বন্ধ হবে। গত ২০ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়ার কড়াডি ময়দানে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বলেছিলেন, পাহাড় ও প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ করা যাবে না। তারপরেও অবাধে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বেড়োচণ্ডী পাহাড় ধ্বংসের কাজ চলছে। প্রতিবাদে পাহাড় বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে আজ থেকে ফের পাহাড়ের পাদদেশে ব্যানার পোস্টার নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে নেমেছেন। অপর দিকে ওই পাহাড়ের পাদদেশে চলছে পাহাড় কেটে গ্রানাইট উত্তোলনের কাজ। বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজার বলেন, অনুমোদন নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে পাহাড় কাটার কাজ নিয়ম মেনেই চলছে। এই অনুমোদন মানতে নারাজ পুরুলিয়াবাসী। তাঁদের অভিযোগ, পাহাড় ও প্রকৃতি ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই। কাজ বন্ধ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দেন পাহাড় বাঁচাও কমিটির সদস্য ও জেলার সাধারণ মানুষ।

পরিবেশবিধি ভেঙে এভাবেই চলেছে পাহাড় কাটা।

দুর্ঘটনার পর হুঁশ ফিরেছে প্রশাসনের ঘাঘরায় বেড়ার পাশাপাশি মাইকিংও

প্রতিবেদন : কথায় বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের রকমসকমও তেমন। গত শনিবার ঘাঘরা জলপ্রপাতের জলে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বারুইপুরের পর্যটক প্রীতি দত্ত তলিয়ে যাওয়ার পর বড় সিদ্ধান্ত নিল বেলপাহাড়ি প্রশাসন। রবিবার সন্ধ্যায় প্রায় ৩০ ঘণ্টা তল্লাশির পরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

এরপরেই পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল পুলিশ। ঘাঘরা, ঢাঙ্কিকুসুম জলপ্রপাতের বিপজ্জনক অংশে দেওয়া হল ব্যারিকেড। সঙ্গে খাদারানি প্রাকৃতিক লেক এলাকার সেতুর উপর পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক বোর্ড মারা হয়েছে। সোমবার জলপ্রপাত চত্বরে মাইক হাতে পর্যটকদের সচেতন করেন বেলপাহাড়ি থানার পুলিশকর্মীরা। কোনও অবস্থাতেই ব্যারিকেড পেরিয়ে পর্যটকেরা যেন বিপজ্জনক অংশে না যান, সেই বার্তা দেওয়া হয়। বেলপাহাড়ি থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জলপ্রপাতের বিপজ্জনক অংশ দড়ি ও ফিতে দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওই সীমারেখা অতিক্রম করলে, বিপদ হতে পারে বলে মাইকে সতর্ক করা হচ্ছে। আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি নিজেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশকে সহযোগিতা করার আবেদনও জানানো হয়েছে। ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, এদিন ঘাঘরা জলপ্রপাতটি ধার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এরপরে আরও যে সব জায়গা বিপজ্জনক, সেগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত শনিবার জলপ্রপাতে ছেলে পড়ে গেলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে যান বারুইপুরের পর্যটক প্রীতি দত্ত (৩৪)। রবিবার সন্ধ্যায় প্রায় ৩০ ঘণ্টার তল্লাশির পরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তার পরেই ঘাঘরায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সতর্ক হয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। এর আগেও ঘাঘরায় একাধিক প্রাণহানি ঘটেছে।

জলপ্রপাতের পাশে চলেছে বেড়া দেওয়ার কাজ।

নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামে আইসি বদল লোকদেখানো?

প্রতিবেদন : একেবারে উপনির্বাচন শুরুর মুখেই সোমবার বদলি করা হল নন্দীগ্রামের আইসি-কে। নির্বাচন কমিশন আইসি অজয়কুমার মিশ্রকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দিল দেবাশিস সরকারকে। ভোটের ঠিক আগে এই বদলির ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। এ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক তথা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ওই আইসির বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে পক্ষপাতিত্বের অনেক অভিযোগ ছিল। চাপে পড়ে একেবারেই লোকদেখানো বদলি করা হল। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য পুলিশের খোলনলচে বদলে দেওয়া হয়েছিল। জেলায় জেলায় বিভিন্ন আধিকারিকও বদলি করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার দাবি করলেও, বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই প্রশাসনিক রদবদল করা হয়েছিল। এমনকি ফল প্রকাশের পর নন্দীগ্রামের আইসিকেও বদল করা হয়। শুভব্রত নাথকে সরিয়ে আনা হয় অজয়কুমার মিশ্রকে। কয়েক মাসের ব্যবধানে উপনির্বাচনের ঠিক আগের দিন অজয়কুমারকে সরিয়ে দেবাশিসকে দায়িত্ব দিল নির্বাচন কমিশন। বিরোধীদের অভিযোগ, নন্দীগ্রামে আইসি বদল একেবারেই লোকদেখান। নির্বাচন কমিশন সত্যি সত্যি নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে নিরপেক্ষ ভোট করাবে কিনা সেটা ভোটের দিনই বোঝা যাবে।

আসানসোল-দুর্গাপুরে বেড়েছে সাইবার অপরাধ, পান্ডা ধৃত

প্রতিবেদন : গত কয়েক মাসে সাইবার অপরাধ খুবই বেড়ে গিয়েছে। তাতেই এবার নড়েচড়ে বসল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। চাপে পড়ে 'অপারেশন প্রহার' নামে অভিযানে নামল। সেই অভিযানে পুলিশের জালে ধরা পড়ল নিয়ামতপুর হরিজনপাড়ার 'জামতারা মডিউল'-এর পান্ডা শুভম সাউ। রবিবার হরিজনপাড়ায় বিশাল বাহিনী সাঁড়াশি অভিযান চালায়। কুলটি এলাকার অন্যতম চক্রী শুভমকে গ্রেফতার করা হয়।

এক মাস ধরে এই অভিযান চলছে। অভিযান নিয়ে এডিসিপি (সাইবার) রাহুল পাণ্ডে জানান, ১৭ আগস্ট থেকে শুরু করা হয়েছে অভিযান। কমিশনারেট এলাকায় ১০টি মামলা রুজু করে এ পর্যন্ত ১২১ জন সাইবার ক্রাইমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। জানা গিয়েছে, চার-পাঁচজন মাথা পুরো অপারেশন চালাত। দল ভারী করতে নতুন যুবকদের দলে নেওয়া হত। তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। ভুয়ো সিম, মোবাইলের মাধ্যমে কীভাবে জালিয়াতি করা হবে, তার কৌশল শেখানো হত। নতুনরা পোক্ত হয়ে উঠলেই নামানো হত কাজে। রাহুল পাণ্ডের বক্তব্য অনুযায়ী, কমিশনারেটের মূল লক্ষ্য ছিল কুলটি থানার নিয়ামতপুর। কয়েক দিন আগে সেখানকার হরিজনপাড়ার এক ঘুপচি ঘরে অভিযান চালিয়ে সাইবার জালিয়াতদের ধরা হয়। ওই অভিযানের পর সুনির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতেই তদন্ত হয় বরাকর এবং দুর্গাপুরেও। ঝাড়খণ্ড সীমানা ঘেঁষা হওয়ায় এই অপরাধীদের সঙ্গে জামতারা নেটওয়ার্কের গভীর যোগ রয়েছে। ধৃত শুভম ও তার সহযোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও অনলাইন লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

চাকরি নেই, হাতখরচ তুলতে পড়ুয়ারা সরকারি প্রকল্পের ফর্ম ভরে দিচ্ছেন!

প্রতিবেদন : বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে কাজের কাজ কিছুই করছে না। বেকারদের সামনে কাজের কোনও দিশা নেই। তার ওপর শিক্ষাক্ষেত্রে বিজেপির দুষ্কৃতীরা গিয়ে হামলা চালাচ্ছে। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো সামনেই। এই পরিস্থিতিতে কিছু হাতখরচ জোগাড় করতে অভিনব পন্থা বেছে নিলেন কিছু কলেজপড়ুয়া। রবিবার চন্দ্রকোণা-২ বিডিও অফিসচত্বরে রাজ্য সরকার সেবা সেতু অভিযান নামে এক প্রকল্প চালু করেছে। এই সব ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে সাধারণ মানু ষ নাকাল হচ্ছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্যেই বেশ কিছু কলেজপড়ুয়া, তাদের অনেকেই স্নাতক হয়ে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউবা স্নাতকোত্তর পড়ছেন, লেখার বোর্ড, পেন হাতে মেঝেতে বা টেবিলে বসে শিবিরে-আসা মানুষের ফর্ম পুরণ করে দিচ্ছেন। পরিবর্তে যে যা টাকা দিচ্ছেন, নিচ্ছেন। কেউ যদি খুব দুঃস্থ হন তাঁদের কাছ থেকে পয়সাও নিচ্ছেন না। পড়ুয়ারা জানাচ্ছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কোনও দাবি নেই। খুশি হয়ে যে যা দিচ্ছেন, তাঁরা খুশি হয়ে নিচ্ছেন। বছর উনত্রিশের তুষার রায়ের বাড়ি চন্দ্রকোণার বড়মুইদা গ্রামে। দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সামান্য জমি রয়েছে চাষ করে সংসার চলে। ঘাটাল কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পাশ করার পর আর পড়াশোনা চালাতে পারেননি। সংসারের হাল ধরেছেন। বহু চেষ্টা করেও চাকরি পাননি। ফলে সম্বল টিউশনির কিছু টাকা। বললেন, ফর্ম পুরণ করে দিয়ে যদি কিছু উপরি আয় হয়, তাই জন্যই শিবিরে আসা।

বেআইনি চোলাই মদ উদ্ধার

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : প্রশাসনের নজরদারির অভাবে চোলাই মদের কারবার হু হু করে বেড়েছে। স্থানীয়দের চাপে পড়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঝাড়গ্রাম জেলার লাউদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ৩৫ লিটার বেআইনি চোলাই মদ উদ্ধার করল।

অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল শান্তিপুরে। সোমবার এক যুবককে কাশবনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন

কাটোয়ায় বিজেপি নেতা দলে চান শুধু সুন্দরীদের, ক্ষুব্ধ দলীয় কর্মীরা

প্রতিবেদন : দলে সুন্দরী ও শিক্ষিত মহিলাদের নিতে হবে! নইলে পুরনো মহিলা কর্মীদের ছাঁটাই করা হবে! এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির কাটোয়া নগর সভাপতি সুমন দেবনাথ। এই মন্তব্যের জন্য তুমুল বিক্ষোভ দেখান দলীয় কর্মীরাই। দলীয় কার্যালয়ের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। নগর সভাপতির পদত্যাগের দাবি উঠেছে। বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে। এই অবস্থায় দলের পুরনো নেতা-কর্মীদের পরিবর্তে সুন্দরী ও শিক্ষিত মহিলাদের দলে এনে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন সুমন। বিজেপির এই

দলীয় নেতার নিদান শুনে ক্ষুব্ধ মহিলারা।

নেতার বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়া ও মহিলাদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগও রয়েছে। যা নিয়ে বিরক্ত ও অপমানিত দলের একাংশ। তার উপর এই মন্তব্যের জন্য বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি নেতা। এই ঘটনার কয়েকদিন আগেই কাটোয়ার বিএলআরও দফতরের এক কর্মীর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন সুমন সহ বিজেপির পাঁচ নেতা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আর এক ঘটনা। এবার আরও মারাত্মক। দলে সুন্দরী ও তরুণী মহিলাদের চান বিজেপি নেতা।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি নদিয়ায় ধৃত শিক্ষক

প্রতিবেদন : পড়ানোর সুযোগে নাবালিকা ছাত্রীকে অশালীন স্পর্শ, বারবার গোপনাঙ্গে হাত। ঘটনায় ফের নাম জড়াল গৃহশিক্ষকের। নদিয়ার জানকীনগরের দক্ষিণপাড়া এলাকার ঘটনা। গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার তাঁকে কৃষ্ণনগর আদালতে তোলা হয়।

ধৃতের নাম আরিজ শেখ। জানকীনগর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা তিনি। আরিজ পেশায় গৃহশিক্ষক। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকার এক ১২ বছরের নাবালিকাকে পড়াচ্ছিলেন তিনি। আর এই পড়ানোর সুযোগ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি নাবালিকাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিলেন। নাবালিকা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি। পরবর্তীতে ওই শিক্ষক নাবালিকার গোপনাঙ্গে হাত দেন। বিষয়টি কাউকে জানালে মারধর ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় ওই গৃহশিক্ষক। নাবালিকার পরিবার জানিয়েছে, গত ২ অক্টোবর ফের একই কাজ করেন অভিযুক্ত। এরপরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নাবালিকা। ৪ অক্টোবর মাকে সব জানায়। এরপর পরিবারের তরফে পুলিশে জানানো হয়। রবিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় গৃহশিক্ষককে।

বিষাক্ত মিথেন গ্যাসে অসুস্থ ২ শ্রমিক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : খনিগর্ভ থেকে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে গ্যাস। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ঝাঁঝালো গন্ধ। কোথাও ধোঁয়া, কোথাও আবার ঢুকে পড়েছে জল। আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন এলাকার বাসিন্দারা। একদিকে মিথেন গ্যাসের আতঙ্ক, অন্যদিকে খনি গর্ভে হু হু করে জল ঢুকে পড়া। ভয়ে কার্যত ত্রস্ত অন্ডালের সিঁদুলি কোলিয়ারি এলাকা। এই পরিস্থিতিতে খনির গভীরে আটকে পড়া দুই শ্রমিককে কোনওরকমে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে সিঁদুলি কোলিয়ারির ৩ নম্বর পিটের কাছে প্রথমে ধোঁয়া ও গ্যাস বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ভিড় জমে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কোলিয়ারির এজেন্ট ও ম্যানেজার। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে আরও ভয়াবহ চিত্র সামনে আসে। খনির ভিতর থেকে ধোঁয়া, জল ও গ্যাস বের হতে শুরু করে। সেই সময় খনির গভীরে আটকে ছিলেন দুই খনি শ্রমিক । স্থানীয় বাসিন্দা প্রকাশ ঠাকুর বলেন, সকালে আমরা জানতে

পারি। চা খেতে যাওয়ার সময় রাস্তায় দেখি ৩ নম্বর পিটের কাছে প্রচুর লোকজনের ভিড় জমেছে। সেখানে গিয়ে দেখি, প্রচুর ধোঁয়া ও বাতাস বের হচ্ছে। সবাই বলাবলি করছিলেন, গ্যাস বেরোচ্ছে। খবর পেয়ে কোলিয়ারির এজেন্ট ও ম্যানেজার আসেন। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এরপর পাখা বন্ধ করা হলে সেখান থেকেও ধোঁয়া, জল ও গ্যাস বের হতে শুরু করে। উপর থেকেই জলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেই সময় দুই খনি শ্রমিক নীচে ছিলেন। কোনওরকমে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। উপরে আসার পর দু'জনেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাই তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ড্রিলিং ক্রেন উল্টে বিপত্তি, আহত তিন

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার গোশালা এলাকায় রোড ওভারব্রিজ তৈরির কাজ চলাকালীন বিশাল আকারের ড্রিলিং ক্রেন উল্টে গিয়ে গুরুতর বিপত্তি ঘটল। ক্রেনটি বরাকর রাজ্য সড়কের উপর পড়ে একটি স্কুলগাড়ি এবং রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের উপর আছড়ে পড়ে। ঘটনায় দুই ছাত্র-সহ তিনজন আহত হয়েছেন।

সোমবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই ওভারব্রিজের পিলার তৈরির জন্য মাটির নিচে ড্রিলিংয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই বিশালাকার ড্রিলিং ক্রেনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ক্রেনটি সরাসরি বরাকর রাজ্য সড়কের উপর পড়ে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটি স্কুলগাড়ি যাচ্ছিল। ক্রেনের ধাক্কায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভিতরে থাকা এক ছাত্র ও চালক আহত হন।

ঘটনার পর স্থানীয় সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার জেরে বরাকর রাজ্য সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ওটিপি চাইতেই গালাগালি, মারধর

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পশুর ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজে ওটিপি চাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রাণী মিত্র কর্মীকে গালিগালাজ ও মারধর করা হল। এমনকী, তাঁর মোবাইল ফোনও কেড়ে নিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সোমবার দুর্গাপুরের প্রাণী সুরক্ষা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সারা বাংলা প্রাণী সেবা-প্রাণী মিত্র কমিটি। অভিযোগ, গত ২৪ সেপ্টেম্বর জামুড়িয়ার বাসিন্দা তথা প্রাণী সেবা ও প্রাণী মিত্র মহিলা কর্মী নয়না গড়াই পশুদের ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কাজে গিয়েছিলেন। ওটিপি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সেই ওটিপি চাওয়াকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে। এরপর তাঁকে গালিগালাজ ও মারধর করা হয় বলে দাবি নয়নার। ঘটনাস্থলেই তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে দাবি তাদের। সারা বাংলা প্রাণী সেবা প্রাণী মিত্র কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র মণ্ডল অভিযোগ করেন, কাজ করতে গিয়ে সুরক্ষিত নয় প্রাণী মিত্রেরা। সেই রকমই আক্রমণের শিকার হয় নয়না গড়াই। কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে কিন্তু যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা সেই জন্যই সব প্রাণী মিত্রেরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি।

রাস্তার আলোয় পড়ে এ-যুগের বিদ্যাসাগর, পাহারা দেন মা

সনাতন গরাই ● দুর্গাপুর

খাটিয়ায় বসে পড়ছে বিদ্যাসাগর। আর শিয়াল-নেকড়ের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পাশে বসে রয়েছে জীবন্ত দুর্গা। মাথার উপর নেই বিদ্যুতের আলো। ভরসা বলতে রাস্তার ধারের পথের আলো। একদিকে জঙ্গলের আতঙ্ক। অন্যদিকে অভাবের সংসার। তবুও ছেলের পড়াশোনায় যাতে কোনও বাধা না আসে, তার জন্য দিনমজুরের কাজ সেরে প্রতিদিন সন্ধে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সন্তানের পাশে পাহারায় বসে থাকেন মা। নিজের জীবনের সমস্ত অন্ধকার সরিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ আলোকিত করাই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন।

প্রকাশ কিস্কু। বাঁকুড়ার ছাতনা তাঁতিরভূঁই এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে বাঁকুড়ার মধুবন গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পড়ুয়া। ক্লাসে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। স্বপ্ন অনেক বড় হওয়ার। কিন্তু সেই স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অভাব আর প্রতিকূল পরিস্থিতি। প্রকাশের বাবা বহুদিন আগেই স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তারপর থেকেই দিনমজুরের কাজ করে একা হাতে ছেলেকে বড় করে তুলছেন মা লুধুমা কিস্কু। বর্তমানে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এক আত্মীয়ের ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সেখানেও নেই বিদ্যুতের আলো। সন্ধে নামলেই চারপাশ ঢেকে যায় অন্ধকারে। পড়াশোনার জন্য প্রকাশকে হস্টেলে থাকতে হয়। দুর্গাপুজোর আগে মায়ের কাছে ছুটি কাটাতে এসেছে সে। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই ছুটির দিনেও সময় নষ্ট করতে চায় না। বাড়িতে আলো না থাকায় শোভাপুর লাগোয়া জঙ্গলের পাশে রাস্তার ধারে খাটিয়া পেতে পড়তে বসে সে। কিন্তু সেই জঙ্গল থেকেই সন্ধে নামলে লোকালয়ে চলে আসে শিয়াল, নেকড়ে, বিষধর সাপ, অজগর সাপ সহ নানা বন্যপ্রাণ। তাই ছেলেকে একা ছেড়ে দেওয়ার সাহস পান না মা। জঙ্গলের পাশে পথবাতির ক্ষীণ আলোয় তাই শুধু এক মাধ্যমিক

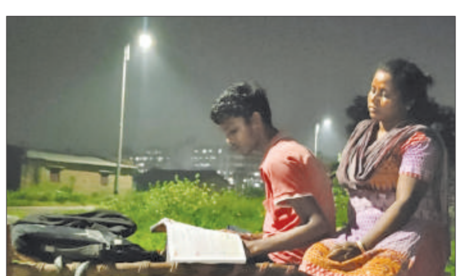

পরীক্ষার্থীর পড়াশোনা চলে না, প্রতিদিন লেখা হয় এক মায়ের আত্মত্যাগের কাহিনি। যে মা দিনের বেলায় দিনমজুর, আর রাতের অন্ধকারে সন্তানের স্বপ্নের প্রহরী। অভাব আর আতঙ্ককে উপেক্ষা করে ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ার এই লড়াইয়ে তিনিই জীবন্ত দুর্গা। সারাদিন দিনমজুরের কাজ সেরে ক্লান্ত শরীর নিয়েই ছেলের পাশে বসে থাকেন রাত দশটা পর্যন্ত। লুধুমা কিস্কুর কথায়, অভাবের সংসার। তার উপর ছেলে আমার কাছে থাকে না। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। তাই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখন এক আত্মীয়ের ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু সেখানে আলো নেই। ছেলেকে কষ্ট করেই পড়াশোনা করতে হয়। ছেলে খুব বুদ্ধিমান। ক্লাসে দ্বিতীয় হয়। আমি চাই, ও অনেক বড় হোক। বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষিত মানুষ হোক। ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে আমি সবসময় ওর পাশে থাকতে চাই। প্রকাশ কিস্কুর কথায়, আমি হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি। কিন্তু যখন বাড়িতে আসি তখন বাড়িতে আলো না থাকায় রাস্তার ধারেই পড়তে বসি। কষ্ট তো হয় একটু। বাবা ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের নির্দিষ্ট কোন বাড়িও নেই। তাই এইভাবেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে আমার মা সব সময় আমার পাশে থাকে।

দিল্লি দরবার

6 October, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ঘুম ছুটেছে যোগীরাজ্যের বিজেপির। দায় এড়াতে এপস্টিন ফাইলে নাম থাকা সদ্যপ্রাক্তন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে রাজ্যসভা ভোটে মনোনয়ন দিল না বিজেপি। বাদ পড়লেন ২ মন্ত্রী-সহ ৮ সাংসদ

ফর্ম ৬ জালিয়াতি

আবার প্রমাণিত জ্ঞানেশ কুমারের বিজেপি-ঘনিষ্ঠতা

এক্সে বিস্ফোরক রাহুল

নয়াদিল্লি: ফর্ম ১৬-কে কেন্দ্র করে মিথ্যাচারের জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ফের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এক্স-হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, প্রমাণিত হল বেআইনিভাবে ফর্ম ১৬ তে বদল এনেছেন জ্ঞানেশ। এবং তিনি তা করেছেন সম্পূর্ণ একতরফাভাবে। রাহুলের মন্তব্য, ক্ষমতা এবং পদের অপব্যবহার করে বিজেপিকে তিনি যে আগাগোড়া সাহায্য করে চলেছেন, এটা তার আরও একটি বড় প্রমাণ। জ্ঞানেশ কুমার

তো বটেই, তিনি ছাড়া আরও যে যে গণতন্ত্রকে এভাবে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করেছেন বা করে চলেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই একদিন জবাবদিহি করতে হবে। নিজের অভিযোগের সমর্থনে তিনি নির্বাচন কমিশনের একটি বিজ্ঞপ্তিও তুলে ধরেছেন। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ফর্ম ৬-এর পরিবর্তন নাকি শীর্ষ আদালতের অনুমোদনেই করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে কতবড় মিথ্যা তা সুপ্রিম কোর্টের কথাতেই প্রমাণিত। এমন কোনও অনুমতি দেয়নি শীর্ষ আদালত। লক্ষণীয়, অনলাইন ভোটার রেজিস্ট্রেশনের নামে ফর্ম ৬-এর পরিবর্তনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখেল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স-হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই পরিবর্তন আনার নির্দেশ কমিশনের অন্দরে কে দিয়েছিলেন? টিসিএসকে দিয়ে কাজটি করানোর অনুমতিই বা কে দিয়েছিল ? বিজেপির দিকে সরাসরি আঙুল তুলে রাহুল অভিযোগ করেছেন, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে ক্ষমতাসীন দল এবং পদাধিকার বলে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কেড়ে নিচ্ছে মানুষের ভোটাধিকার। চুরি করছে ভোট।

ফুয়েল চার্জের বোঝায় আকাশপথে বাড়ল খরচ

নয়াদিল্লি: জ্বালানির দামে বড়সড় ধাক্কা। এক মাসে অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল বা এটিএফের দাম ১৪ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যাওয়ায় এবার বিমানের টিকিটে অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপতে চলেছে যাত্রীদের উপর। নতুন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ৬ অক্টোবর ২০২৬ রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে সংশোধিত ফুয়েল চার্জ কার্যকর করছে ইন্ডিগো। নতুন কাঠামোয় দেশীয় উড়ানে দূরত্ব অনুযায়ী ৩৭৫ টাকা থেকে ১,৩০০ টাকা পর্যন্ত ফুয়েল চার্জ দিতে হবে যাত্রীদের। আন্তর্জাতিক উড়ানের ক্ষেত্রে গন্তব্যের অঞ্চল অনুযায়ী এই চার্জ ১,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। সংস্থার দাবি, এটিএফের দামে এক ধাক্কায় এতটা বৃদ্ধির প্রভাব যাত্রীদের উপর যতটা সম্ভব কম রাখতেই তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত হারে এই অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করা হয়েছে।

পরিবর্তনের নেপথ্যে কারা জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট

ফর্ম ৬-এর নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি : ধরা পড়ে গেল নির্বাচন কমিশনের মিথ্যাচার। নতুন ভোটার নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যবহৃত সংশোধিত ফর্ম-৬ শীর্ষ আদালত অনুমোদন করেনি বলে সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। অথচ এই বদলে আদালত অনুমতি দিয়েছে বলেই এতদিন বেমালুম নিজেদের মতো চালিয়ে যাচ্ছিল কমিশন। ২০২৫ সালে ফর্মটির সঙ্গে যুক্ত একটি অতিরিক্ত সংযোজনী বা বয়ান নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্কের প্রেক্ষাপটে আদালতের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য, বিতর্ক দানা বাঁধার পর গত ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে দাবি করেছিল যে ফর্ম-৬-এর সঙ্গে যুক্ত সংশোধিত ঘোষণাপত্রটি সুপ্রিম কোর্টের 'অনুমোদন' রয়েছে। তবে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সোমবার সেই দাবি খারিজ করে স্পষ্ট ভাষায় জানান, আদালত এই পরিবর্তিত ফর্ম অনুমোদন করেনি এবং কারা প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনগুলি করেছিল, তা জানতে কমিশন ফাইল ও নথি পর্যবেক্ষণ করতে চায় আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, সংশোধিত ফর্ম-৬ আমাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। নথি জমা পড়লে আমরা দেখতে চাই যে এই ফর্মে কে বা কারা পরিবর্তন এনেছে। অর্থাৎ বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো কড়া মনোভাব দেখিয়েছে শীর্ষ আদালত।

তবে নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই কমিশনারের সম্মতি ছাড়া একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত বা সাময়িকভাবে স্থগিত করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন কোনো আদেশ দিতে অস্বীকার করেছে সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ জানায়, নির্বাচন কমিশনের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আদালত ধরে নেবে যে কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি আইনানুগভাবেই নেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপর ভিত্তি করে এখনই কোনো আদেশ দেওয়া সম্ভব নয় উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রতিবেদনটি সঠিক বা ভুল উভয়ই হতে পারে, তবে তার ওপর ভিত্তি করে আমরা কোনও নির্দেশ দিতে পারি না। আমাদের নির্বাচন কমিশনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় নতুন ভোটারদের জন্য যুক্ত করা একটি অতিরিক্ত শর্ত বা ঘোষণাপত্র। এতে নতুন ভোটারদের নিজেদের অথবা তাঁদের পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহীকে পূর্বের কোনো বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার ভোটার তালিকার সঙ্গে যুক্ত করার তথ্য চাওয়া হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী এই অতিরিক্ত শর্ত আরোপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, ১৯৬০ সালের রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টরস রুলস-এর অধীনে ফর্ম-৬ একটি নির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ ফর্ম এবং নিয়মকানুন আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন না করে এটিকে কার্যত পরিবর্তন করা যায় না। এই বিরোধের সূত্রপাত ২০২৫ সালের জুনে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা থেকে, যেখানে নতুন নাম নথিভুক্তকরণের জন্য ফর্ম-৬-এর পাশাপাশি 'অ্যানেক্সার ডি' নামে একটি অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা যোগ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জুলাই ২০২৬-এ অনলাইন ফর্ম-৬ প্রক্রিয়ার সময় এই নতুন শর্তটি যুক্ত করা হয়। এই সময়ক্রমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গত ২৭ মে বিহার এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কয়েক সপ্তাহ পর অনলাইন পোর্টালে নতুন এই শর্তটি চালু করা হয়।

যদিও নির্বাচন কমিশনের দাবি, মূল ফর্ম-৬ সংশোধন করা হয়নি, এটি কেবল এসআইআর চলাকালীন একটি অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা মাত্র এবং অ-এসআইআর সময়ে সাধারণ ফর্মই বহাল থাকবে। যেসব রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, সেখান থেকে কমিশন ইতিমধ্যে এই অনলাইন শর্তটি সরিয়ে নিয়েছে। ২৭ মে-র রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বিহারে এসআইআর পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার মেনে নিয়েছিল এবং বলেছিল যে বিশেষ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফর্ম-৬-কে 'আক্ষরিকভাবে' প্রয়োগ করা নাও যেতে পারে। কমিশন প্রয়োজনবোধে নথিপত্র চাওয়ার কিছুটা অধিকার রাখে বলেও আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল। তবে আদালত একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এই ক্ষমতা সীমাহীন নয় এবং মূল নিয়ম থেকে বিচ্যুত হতে হলে তার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে। বর্তমানে আইনি মূল প্রশ্নটি হলো—অনলাইনে যুক্ত করা নতুন এই শর্তটি কমিশনের সেই এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে কি না, নাকি এটি কার্যত সংবিধিবদ্ধ ফর্ম-৬-এর বেআইনি পরিবর্তন ছিল। বিরোধী দলগুলি এই অতিরিক্ত শর্তের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন যে, অনলাইন ফর্ম-৬ অবৈধভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আইটি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে কে এই নির্দেশ দিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখা দরকার। অন্যদিকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল এবং ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এই এসআইআর প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করে সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছে। সিজেপি জানিয়েছে, জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে আগামী ১০ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে পুনরায় তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে।

জ্ঞানেশ না সরলে নির্বাচন অর্থহীন : দীপকে

নয়াদিল্লি: জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা না দিলে অবাধ আর সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হতে পারে না। এবং সেই অবস্থায় ভোটে অংশ নেওয়াও অর্থহীন। বিশ্বাস করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। শুধু জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফাই যথেষ্ট নয়, এসআইআর ফ্রিজ না করা হলেও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও মানেই হয় না বলে মনে করেন তিনি। সোমবার সাংবাদিকদের তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি মনে করি, জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা না-দিলে এবং সেইসঙ্গে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন সুনিশ্চিত না

হলে ভোটে অংশ নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। কেন তাঁর এমন মনে হচ্ছে? তাঁর যুক্তি, ভোটে কে বিজয়ী হবে, তা তো আগে থেকেই ঠিক করা রয়েছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে এমন সব রাজ্যে বিজেপি জিতছে, যেখানে মোদি ঝড়েও তারা জিততে পারেনি। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র জ্ঞানেশ কুমারের জন্যই। তাই জ্ঞানেশ কুমার সরলে এবং এসআইআর ফ্রিজ হলে বোঝা যাবে আসলে কতগুলো আসনে জিতেছে বিজেপি। লক্ষণীয়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে এই পরিস্থিতিতেও বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন দীপকে। কিন্তু নির্বাচন বয়কটের বিষয়ে একমত হননি বিরোধী নেতারা।

ব্রিটেনের গ্লস্টারশায়ারে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি 'রয়্যাল এয়ার ফোর্স' স্টেশন (আরএএফ) ফেয়ারফোর্ড থেকে তাদের সমস্ত বোমারু বিমান দেশে ফিরিয়ে নিল আমেরিকা। ব্রিটিশ সন্ত্রাসদমন শাখার পুলিশ ওই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার তদন্ত করছে

নির্বাচন কমিশনের দ্বন্দ্বেই পিছিয়ে গেল ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ

অনিশ্চয়তার মুখে দেশের হাজার হাজার নবীন ভোটার

নয়াদিল্লি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে নজিরবিহীন মতানৈক্যের কারণে ২০২৬-'২৭ বর্ষের ভোটার তালিকা বার্ষিক সংক্ষিপ্ত সংশোধনের কাজ (এসএসআর বা স্পেশাল সামারি রিভিশন) প্রক্রিয়াটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, মে-জুন মাসের মধ্যে এই সংক্রান্ত ঘোষণা হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে গেছে, যার ফলে আঠারো বছর বয়সী তরুণ ভোটার বা 'জেন জি'-দের ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর একটি বিস্ফোরক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী তাঁদের অজান্তে বা সম্মতি ছাড়া নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধে অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার কারণ দেখিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে বার্ষিক সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়াটি স্থগিত রয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে এই প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে সান্ধু এবং জোশী তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বার্ষিক সংশোধন প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করার জোর দাবি করেছিলেন। দুই নির্বাচন কমিশনারের স্পষ্ট মত, নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর চললেও প্রথাগত বার্ষিক সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা উচিত নয়।

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নির্দেশিকা উল্লেখ করে তাঁরা জানান, যেসব নাগরিক নতুন করে ভোটাধিকারের বয়সসীমায় পৌঁছেছেন, তাদের তালিকায় নাম তোলার সুযোগ দেওয়া সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এমনকী জানুয়ারির ১ তারিখের পর যারা ১৮ বছর পূর্ণ করেছে, তাদের সুবিধার্থে বছরজুড়ে আরও তিনটি যোগ্যতার তারিখ (১ এপ্রিল, ১ জুলাই এবং ১ অক্টোবর) যুক্ত করা হয়েছিল। তবে ২০২৬-২৭ চক্রের এই সময়সীমা ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে। মে মাসের শেষে সাধারণত এই প্রক্রিয়ার ঘোষণা করা হয় এবং দুই থেকে তিন মাস প্রাক-সংশোধন কার্যক্রম চলার পর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। এবার শুরুতেই অতিরিক্ত বিলম্ব হওয়ায় প্রথাগতভাবে আগামী বছরের জানুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে, যা বিশেষ করে ২০২৭ সালে নির্বাচন হতে যাওয়া রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। পাঞ্জাব ও উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্য যেখানে এসআইআর চলছে, এবং বিহার যেখানে তা অনেক আগেই শেষ হয়েছে, সর্বত্রই হাজার হাজার নতুন যোগ্য ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কমিশনের শীর্ষ পর্যায়ে এই মতপার্থক্যের প্রভাব এখন প্রশাসনিক স্তরেও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা ও উপ-নির্বাচন কমিশনারের বার্ষিক কার্যক্ষমতা সংক্রান্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট (এপিআর) আটকে রয়েছে, কারণ কমিশনের তিন সদস্য যৌথভাবে তাতে স্বাক্ষর করেননি। অনেক কর্মকর্তা অন্য দপ্তরে বদলি হয়ে গেলেও তাঁদের রিপোর্ট অমীমাংসিত থেকে গেছে। এরই মধ্যে কয়েকজন কর্মকর্তা 'নামের অমিল'-এর কারণে বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত নোটিশও পেয়েছেন বলে জানা গেছে, যা ভারতের সর্বোচ্চ নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থার ভেতরের নজিরবিহীন প্রশাসনিক সংকটকেই স্পষ্ট করে তুলছে। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, জেন-জি বা নবীন প্রজন্মের মধ্যে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে বুঝেই পরিকল্পিতভাবে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের বঞ্চিত করার কাজ করছে বিজেপির 'অনুগত' নির্বাচন কমিশন।

স্নায়ুকোষ নিয়ে গবেষণা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী তিন

স্টকহোম: এবছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন আমেরিকা ও জার্মানির তিন বিজ্ঞানী। কার্ল ডেইসেরথ (৫৪), পিটার হেগম্যান (৭১) এবং জর্জ নেগল (৭৩)। অপ্টোজেনেটিক্সের গবেষণায় তাঁদের অবদানের জন্য পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। নোবেল কমিটির মতে, এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার এমন এক প্রযুক্তির পথ খুলেছে, যার সাহায্যে জীবন্ত মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষকে আলো দিয়ে চালু বা বন্ধ করা যায়। মস্তিষ্কের জটিল কার্যকলাপ, স্মৃতি, অনুভূতি ও আচরণের রহস্য বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'অপ্টোজেনেটিক্স'-এর ব্যবহার।

অপ্টোজেনেটিক্স হল জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও যুগান্তকারী প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে আলোর সাহায্যে জীবিত কোষের (বিশেষ করে নিউরন বা স্নায়ুকোষ) কার্যকলাপে পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই প্রযুক্তিতে আলোক-সংবেদনশীল বিশেষ কিছু প্রোটিন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোষে প্রবেশ করানো হয়, যার ফলে আলো ফেলে সেই কোষগুলোকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়। অপ্টোজেনেটিক্সের মাধ্যমে গবেষকেরা এখন সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে কোষগুলির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি পার্কিনসন্স, অ্যালঝাইমার্স এবং মৃগীর (এপিলেপ্সি) মতো জটিল ব্যাধির উৎস বুঝতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে, চোখের রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা বা স্টারগার্ট ডিজিজের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা, যাঁদের চোখের আলো- সংবেদনশীল কোষগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁদের রেটিনার অন্যান্য অবশিষ্ট কোষকে কৃত্রিম ভাবে আলো-সংবেদনশীল কোষে রূপান্তর করা যাচ্ছে। নোবেলজয়ী এই ত্রয়ীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে অপ্টোজেনেটিক জিন থেরাপির মাধ্যমে ইতিমধ্যে অন্ধ মানুষের দৃষ্টিশক্তি আংশিক ফিরিয়ে আনার সফল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। ডেইসেরথ আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাওয়ার্ড হিউজ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী। হেগেম্যান বার্লিনের হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেগল সেদেশের ভুর্ৎসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে উত্তাল পাকিস্তান, মিছিল থেকে ধৃত ২০০০

ইসলামাবাদ: ফের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জেলমুক্তির দাবিতে উত্তাল হল পাকিস্তান। রাস্তায় নামলেন পাঁচ হাজারের বেশি সমর্থক। খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত থেকে শুরু হয় দীর্ঘ পদযাত্রা। লক্ষ্য ইসলামাবাদ। প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে রাজধানীতে পৌঁছতে চান পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের সমর্থকেরা। এই বিক্ষোভ-মিছিল ঠেকাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার।

এই পদযাত্রাটি মূলত ২৭ সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা ছিল, তবে সরকার ও পিটিআই নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে তা পিছিয়ে ৪ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়। সপ্তাহান্তে দুই দফা আলোচনা সত্ত্বেও অচলাবস্থা কাটেনি, তাই পিটিআই তাদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শাহবাজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ইমরান খানকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এটি পিটিআইয়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই রাজনীতিবিদ ২০২৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে জেলে রয়েছেন। তাঁর দলের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একাধিক মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার পরই তাঁকে কারাবন্দি করা হয়।

ইমরানের মুক্তির দাবিতে ইসলামাবাদমুখী মিছিল থেকে এখনও পর্যন্ত ২০০০ জনের বেশি প্রতিবাদীকে গ্রেফতার করেছে শাহবাজ সরকারের পুলিশ। ইসলামাবাদের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। অনেক জায়গায় যান চলাচলও আটকে দেওয়া হয়। মিছিল শুরু হওয়ার আগের রাতেই সেনাপ্রধান আসিম মুনির বৈঠকে বসেন। পিটিআইয়ের কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসন এবং সেনার প্রস্তুতি কতটা কড়া ছিল, তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। ইমরানপন্থীদের আশঙ্কা, ইসলামাবাদে পৌঁছনোর আগেই মিছিল থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও সরকারের এত বাধার পরেও থামছেন না পিটিআই সমর্থকেরা। উল্লেখ্য, ৭৩ বছরের ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি। তাঁর বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মামলায় তাঁর শাস্তিও হয়েছে। আল কাদির ট্রাস্ট মামলায় ১৪ বছর, নথি ফাঁস মামলায় ১০ বছর এবং তোষাখানা মামলায় তিন বছরের সাজা রয়েছে তাঁর।

টেলিস্কোপ

6 October, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে দিনের দৈর্ঘ্য অতীতে আরও অনেক কম ছিল। ধীরে ধীরে তা বেড়ে চলেছে। আগামী দিনে আরও বাড়বে। এর নেপথ্যে রয়েছে চাঁদ। চাঁদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি ধীরে ধীরে কমছে। তার ফলে একটু একটু করে বাড়ছে দিনের দৈর্ঘ্য

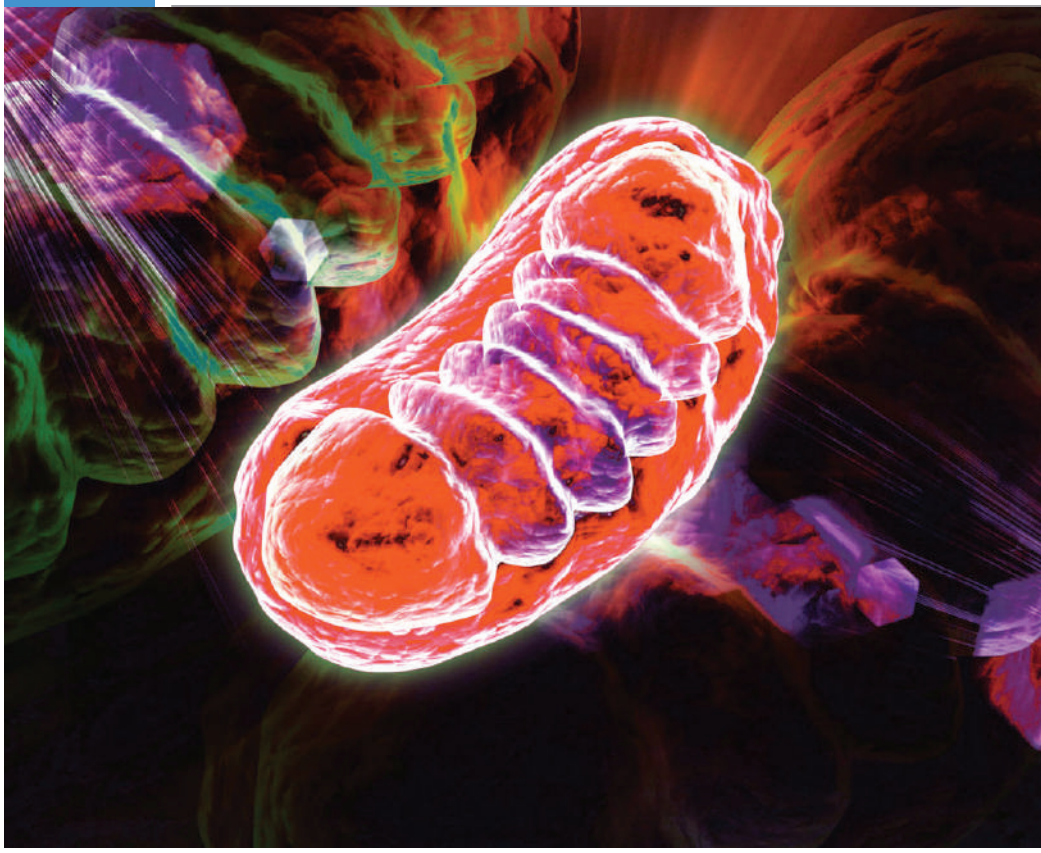

শক্তির ঘর থেকে জীবনের গল্পকার

মাইটোকন্ড্রিয়া। কোষের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গাণু কীভাবে বদলে দিচ্ছে জীবন, স্বাস্থ্য ও মানসিক চাপকে বোঝার পুরনো ধারণা, সে-কথাই লিখলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

জীববিজ্ঞানের বই খুললে মাইটোকন্ড্রিয়ার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সাধারণত একটি পরিচিত বাক্যে, কোষের শক্তিঘর। কথাটি ভুল নয়। কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজকে শুধু শক্তি তৈরির মধ্যে আটকে রাখলে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প অজানাই থেকে যায়। মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের ভেতরে এমন এক অঙ্গাণু, যা শক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি সংকেত আদান-প্রদান, বিপাক, ক্যালসিয়ামের ভারসাম্য, প্রদাহ এবং কোষের মৃত্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ফলে আধুনিক জীববিজ্ঞানে মাইটোকন্ড্রিয়াকে আর নিছক 'পাওয়ার হাউস' হিসেবে দেখা হয় না। তারা কোষের পরিবেশ বুঝে তার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করা এক সক্রিয় জৈব ব্যবস্থা।

মাইটোকন্ড্রিয়া হল কোষের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু, যা খাদ্য থেকে শক্তি আহরণ করে। ১৮৫৭ সালে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ভন কোলিকার পেশিকোষে এর মতো গঠন প্রথম লক্ষ্য করেন। পরে বিজ্ঞানী রিচার্ড অল্টম্যান এগুলি নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৮৯৮ সালে ড. কার্ল বেন্ডা 'মাইটোকন্ড্রিয়া' নামটি দেন। মাইটোকন্ড্রিয়া সাধারণত ডিম্বাকার, দণ্ডাকার বা সুতোর মতো দেখতে এবং এর ভেতরের ঝিল্লিতে থাকে অসংখ্য ভাঁজ, যাকে ক্রিস্টি বলা হয়।

শক্তি তৈরি করাই শেষ কথা নয়

আমরা যে খাবার খাই, তার রাসায়নিক শক্তিকে কোষের ব্যবহারযোগ্য শক্তি, অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট-এ রূপান্তরের অন্যতম প্রধান কাজ মাইটোকন্ড্রিয়ার। অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেটই কোষে ব্যবহৃত শক্তির প্রধান রাসায়নিক বাহক। এই শক্তি ছাড়া পেশির সংকোচন থেকে শুরু করে স্নায়ুকোষের কাজ, কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না।

কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া একই সঙ্গে কোষের ভেতরের নানা পরিবর্তনেরও অংশীদার। তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে সক্রিয় অক্সিজেন জাতীয় অণু বা রিয়্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিজ-এর মতো অণুর উৎপাদন ও সংকেত হিসেবে ব্যবহার, ক্যালসিয়াম নিয়ন্ত্রণ এবং কোষের বেঁচে থাকা বা মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। বিশেষ করে মাইটোকন্ড্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের সময়, অল্প পরিমাণে রিয়্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিজের মতো অণু তৈরি হয়। স্বাভাবিক মাত্রায় এই অণু কোষের সংকেত আদান-প্রদান, রোগপ্রতিরোধ এবং নানা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

অতিরিক্ত পরিমাণে এটা তৈরি হলে কোষের প্রোটিন, চর্বি ও এমনকী ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই অবস্থাকে সাধারণভাবে 'অক্সিডেটিভ স্ট্রেস' বলা হয়। অর্থাৎ শক্তি উৎপাদন এবং তথ্য আদান-প্রদান এখানে আলাদা দুটি গল্প নয়; তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই কারণেই মাইটোকন্ড্রিয়াকে নিয়ে বিজ্ঞানের নতুন আগ্রহ। তারা পরিবেশের পরিবর্তন, বিপাকীয় অবস্থা এবং কোষের চাপের প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের কার্যকলাপ বদলাতে পারে।

স্থির নয়, ক্রমাগত বদলে চলা এক জাল

মাইটোকন্ড্রিয়া কোনও স্থির, ছোট্ট দানার মতো বস্তু নয়। কোষের ভেতরে তারা ক্রমাগত আকার বদলায়। কখনও দুটি মাইটোকন্ড্রিয়া একত্রিত হয়, যাকে বলা হয় ফিউশন; আবার কখনও একটি মাইটোকন্ড্রিয়া ভাগ হয়ে যায়, বলা হয় ফিশন। এই পরিবর্তনকে এক ধরনের 'কোষীয় মেরামতি ব্যবস্থা' হিসেবে ভাবা যায়। পরিবেশ, শক্তির চাহিদা বা কোষের চাপের পরিস্থিতি বদলালে মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কার্যকলাপও বদলাতে পারে। তবে এটিকে মানুষের মতো সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া বলা ঠিক হবে না। বরং রাসায়নিক ও জৈব সংকেতের জটিল প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই পরিবর্তন ঘটে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাদের নিজস্ব ডিএনএ আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বহু কোটি বছর আগে স্বাধীনভাবে বসবাসকারী এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রাচীন কোষের সঙ্গে দীর্ঘ সহাবস্থানের মাধ্যমে মাইটোকন্ড্রিয়ায় পরিণত হয়েছিল। এই ধারণাই এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরি নামে পরিচিত। অর্থাৎ আমাদের কোষের ইতিহাসের গভীরে রয়েছে এক প্রাচীন সহাবস্থানের স্মৃতি।

মনের চাপ কি পৌঁছায় কোষের গভীরে

এখানেই কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত কোষজীববিজ্ঞানী ও গবেষক মার্টিন পিকার্ডের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাজ মাইটোকন্ড্রিয়া এবং মানসিক চাপের সম্পর্ককে নতুনভাবে দেখার সুযোগ দিয়েছে। মানসিক চাপকে আমরা সাধারণত মস্তিষ্কের বিষয় বলে ভাবি। কিন্তু চাপের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে হরমোন, বিপাক ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মাইটোকন্ড্রিয়ারও যোগাযোগ রয়েছে। পিকার্ড ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক চাপ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলতে পারে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের প্রমাণ এখনও বিকাশমান এবং এর অনেকটাই পর্যবেক্ষণভিত্তিক। তাই উদ্বেগ হলেই মাইটোকন্ড্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়, এমন সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক নয়। বরং বলা যায়, মস্তিষ্ক, হরমোন, রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ও মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ রয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী চাপ এই ব্যবস্থার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে।

রোগের সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক

মাইটোকন্ড্রিয়ার ত্রুটি বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ বহু রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ শরীরের এমন কোনও কোষ নেই বললেই চলে, যার কাজের জন্য শক্তি ও সঠিক বিপাক দরকার হয় না। স্নায়ুকোষের মতো অত্যন্ত শক্তিনির্ভর কোষে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ক্যানসার, বিপাকীয় রোগ, স্নায়বিক রোগ এবং বার্ধক্যজনিত নানা প্রক্রিয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়ার পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। তবে প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে মাইটোকন্ড্রিয়াই মূল কারণ, এমন দাবি করা যায় না। অনেক সময় মাইটোকন্ড্রিয়ার পরিবর্তন রোগের কারণ, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা রোগের ফল বা অভিযোজনের অংশও হতে পারে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটাই আধুনিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনের গল্প আসলে কোথায় লেখা হয়

একসময় মনে করা হত, ডিএনএ-তেই জীবনের মূল নকশা লেখা রয়েছে। ডিএনএ অবশ্যই জীবনের অন্যতম প্রধান তথ্যভাণ্ডার। কিন্তু সেই তথ্য কীভাবে কোষে কাজ করবে, তা নির্ভর করে কোষের পরিবেশ, বিপাক, সংকেত এবং অসংখ্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ওপর। মাইটোকন্ড্রিয়া সেই বৃহৎ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা আমাদের ভাগ্য লিখে দেয় না; বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে কোষের মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

সেখানেই মাইটোকন্ড্রিয়ার আসল বিস্ময়। একটি ক্ষুদ্র অঙ্গাণু আমাদের বলে দেয়, জীবন কোনও একক যন্ত্রের কাজ নয়। এটি অসংখ্য প্রক্রিয়ার একসঙ্গে চলা, একে অন্যকে প্রভাবিত করা এবং প্রয়োজনমতো বদলে যাওয়ার ফল। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে শুধু 'কোষের পাওয়ার হাউস' বললে তার পরিচয়ের একটি অংশই বলা হয়। তারা শক্তি তৈরি করে, সংকেতের আদান-প্রদানে অংশ নেয়, পরিবেশের পরিবর্তনে সাড়া দেয় এবং কোষের বেঁচে থাকার সঙ্গে যুক্ত থাকে। জীবনের বড় গল্পটি তাই হয়তো আমাদের চোখের সামনেই নয়, তারও অনেক গভীরে লেখা হচ্ছে, একটি ক্ষুদ্র কোষের ভেতরে, মাইটোকন্ড্রিয়ার নীরব কর্মযজ্ঞে।

খুদে ভক্তের সঙ্গে রোহিত শর্মা

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

বিখ্যাত মার্কিন ও ভারতীয় দুই ইউ টিউবারের সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতিতে ফুটবলারদের নির্দেশ দিচ্ছেন কোচ ফোরলান।

ছেলের হাত ধরে নেদারল্যান্ডসের হয়ে শততম ম্যাচ খেলতে নামছেন ভ্যান ডাইক।

যুবভারতীতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নুনেজদের।

উরুগুয়ে ম্যাচের আগে ভারতের কোচ খালিদ ও ফুটবলার আকাশ।

শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে উরুগুয়ে ফুটবল দল।

উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিটের দাম ৯০ শতাংশ কমল। বিনামূল্যের টিকিট ক্লাবগুলিকে।

ভুল আর চান না খালিদ

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের চোখে চোখ রেখে খেলেছে ফিফা ক্রমতালিকায় ১৩২ ধাপ পিছিয়ে থাকা ভারত। ০-৪ গোলে হারলেও রায়ান উইলিয়ামস, আনোয়ার আলিদের লড়াই প্রশংসিত হয়েছে। স্বয়ং ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি ভারতের খেলার প্রশংসা করেছেন। মঙ্গলবার সামনে খালিদ জামিলের দলের সামনে আরও এক হেভিওয়েট। দু'বারের বিশ্বজয়ী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলবেন মনবীর সিংরা। দিয়েগো ফোরলানের দল ফিফা ক্রমতালিকায় ২০ নম্বরে। ভারত সেখানে ১৩৮। তবে ভারতীয়রা ব্রাজিল ম্যাচের মতোই সাহসী ফুটবল খেলার শপথ নিচ্ছেন। কোচ খালিদের বার্তা, ব্রাজিল ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে একই ভুল করতে চায় না দল।

উরুগুয়ে দলে রয়েছেন রোনাল্ড আরাউহো, ভিনাস, অলিভেরা, বেন্টানকুর, পেলিস্ত্রি, ডারউইন নুনেজ, জিমেনেজের মতো ফুটবলার। ব্রাজিল ম্যাচের মতোই উরুগুয়ের খেলার ধরন বুঝে রণকৌশল বদলাতে চান খালিদ। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভারতের কোচ বলেছেন, উরুগুয়ে শক্তিশালী দল। খুবই পরিণত স্কোয়াড। আক্রমণভাগ, রক্ষণ ভাল। ওদের কোচও অন্যতম সেরা। সামান্য ভুল বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। রায়ানদের কোচ যোগ করেন, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মনঃসংযোগের অভাবে কিছু ভুল হয়েছে। ৯০ মিনিট মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হবে। শুরুতে গোল খাওয়া চলবে না। না হলে দলের উপর চাপ বেড়ে যাবে। তবে প্রতিপক্ষের রণনীতি দেখে আমরাও পরিকল্পনা বদলাব। আক্রমণে এলে আমরাও পাল্টা আক্রমণে যাব। আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের বিরুদ্ধে খেলার তিন দিনের মধ্যে ম্যাচ। খালিদ বলেন, আমরা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি। দু'দিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলতেও আমাদের সমস্যা নেই। এখনকার ফুটবলাররা জানে কীভাবে রিকভারি করতে হয়। ছেলেরা অনেক বেশি পরিণত এবং অভিজ্ঞ। তবে কোচ জানিয়ে দিয়েছেন, শারীরিকভাবে সেরা কন্ডিশনে থাকা ফুটবলারদেরই উরুগুয়ের বিরুদ্ধে শুরু থেকে খেলাবেন। উরুগুয়ের রক্ষণ ভাঙতে দ্রুত প্রতিআক্রমণ এবং উইং-প্লেকে অস্ত্র করছেন রায়ানদের কোচ। ব্রাজিল ম্যাচে ব্যর্থ গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধুর পাশে দাঁড়ালেও তাঁকে হয়তো বেঞ্চেই রাখবেন খালিদ। খালিদ ও ফুটবলার আকাশ মিশ্র জানালেন, ক্লাবের হয়ে আলাদা পজিশনে এবং ফর্মেশনে খেলতে হওয়ায় জাতীয় শিবির দীর্ঘ হওয়া উচিত।

ভারতের ভরসা রায়ান। পাশে উরুগুয়ের অনুশীলনে নুনেজ, পেলিস্ত্রিরা। সোমবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ভারত বনাম উরুগুয়ে
(সন্ধে ৭.৩০, যুবভারতী)
সরাসরি সোনি স্পোর্টসে

বড় ম্যাচই বদলাবে ভারতকে : ফোরলান

প্রতিবেদন : কার্লো আনচেলোত্তি যতই বলুন যে ভারতে ফুটবল সংস্কৃতি নেই, বছর দশেক আগে আইএসএলে খেলে যাওয়া উরুগুয়ের তারকা কোচ দিয়েগো ফোরলান মনে করেন, ক্রিকেট এই দেশের প্রধান খেলা। কিন্তু ফুটবল নিয়েও আবেগ রয়েছে। ভারতে বহু বছর ধরে ফুটবল খেলা হলেও ক্রিকেট সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে ফুটবলেও ভারতের উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

কীভাবে বদলাতে পারে ভারতীয় ফুটবল? তার দাওয়াই দিয়েছেন ফোরলান। আইএসএল খেলার সূত্রে কলকাতা, গোয়া, কোচি, নর্থইস্ট ঘুরে খেলেছেন। জানেন ফুটবলের প্রতি ভারতীয়দের ভালবাসা। উরুগুয়ের কোচ বলেছেন, ভারতে প্রচুর মানুষ ফুটবল ভালবাসেন। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। আমার মনে হয়, ব্রাজিল-উরুগুয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলা এবং শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তরুণ ফুটবলারদের উন্নতিতে সাহায্য করবে। এতে তাদের খেলার ধরন এবং মানসিকতা বদলাতে পারে। একইসঙ্গে অ্যাকাডেমি থেকে প্রতিভা তুলে আনতে হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে মঙ্গলবারের ম্যাচটা উরুগুয়ের জন্য যে সহজ হবে না, তা স্বীকার করে কোচ ফোরলান বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে আমরা ভারতের কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় নজরে পড়েছে। সময়, জায়গা পেলে তারা বিপজ্জনক। ভারতীয়দের খেলা, দায়িত্ববোধ এবং বোঝাপড়া বেশ ভাল। ম্যাচটা তাই আমাদের জন্য সহজ হবে না।

কলকাতায় এসে বিরিয়ানি চেখে দেখা হয়নি। তবে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর তিলোত্তমার বারবিকিউয়ের স্বাদ নিতে চান ফোরলানরা।

ফুটবলারদের নির্দেশ ফোরলানের।

দুরন্ত ডেভিড, ফাইনালে ডার্বি

ইস্টবেঙ্গল-৭
(ডেভিড-৩, রোহিত, ক্রিস, লোবা এবং লুকাস)
নর্থইস্ট-২ (আলাদিন)

প্রতিবেদন: মহামেডানের জার্সি গায়ে দুরন্ত পারফরমেন্সের জেরে তাঁকে দলে নিতে দেরি করেনি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু প্রাক্তন কোচ অস্কার ব্রুজোঁর অধীনে সেইভাবে সুযোগই পেতেন না। তবে খাঁটি রত্ন চিনতে একটুও ভুল করেননি অভিজ্ঞ কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে নেমে কোচের সেই আস্থার পূর্ণ মর্যাদা দিলেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা। নিজের জাত চিনিয়ে দিয়ে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করলেন এই মিজো ফরোয়ার্ড। যার সুবাদেই আলাদিনদের বিপক্ষে ৭-২ ব্যবধানে বড় জয় তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ফের একবার তাঁদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। ডেভিডের চোখধাঁধানো পারফরম্যান্সের সঙ্গে গোলের দেখা পেলেন রোহিত কুমার, ক্রিস ইকনোমিডিস, একে লোবা এবং লুকাস জলোনস্কি। ফাইনালের আগে লাল-হলুদ শিবিরের জন্য এর থেকে ভাল ইতিবাচক দিক আর হয়তো কিছুই হতে পারে না। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে এদিন আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত হাবাসের দল। পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল অনেকটা খোঁচা খাওয়া বাঘের মতোই হিংস্র। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে আলাদিনের গোলে এগিয়ে গিয়েও কিশোরভারতীতে একপ্রকার আত্মসমর্পণই করতেই হল নর্থইস্ট। তারা গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানকে রুখে দিলেও শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারল না। জোড়া গোল করেও নিভে গেল আলাদিনের প্রদীপ। তবে সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষকে ৭ গোল দিলেও ফাইনালে ডার্বিকে সহজভাবে দেখছেন না ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। ম্যাচ শেষে দলের স্প্যানিশ মিডিও দানি রামিরেজ জানান, আজ আমরা ৭ গোলে জিতেছি বলে ডার্বি কিন্তু খুব একটা সহজ হবে না। কিন্তু আমরা ওই ম্যাচটা জিততে চাই। এএফসি-র ম্যাচের আগে ডার্বি আমাদের কাছে প্রস্তুত হওয়ার একটা ভাল জায়গা হতে চলেছে। সেইসঙ্গে ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচে ভাল খেলা হোক। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা যেন চোট-আঘাত না পায়। অন্যদিকে, ম্যাচ শেষে নর্থইস্ট কোচ জুয়ান পেদ্রো বেনালি রেফারিং নিয়ে তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর বিকেলে যুবভারতীতে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান।

হ্যাটট্রিকের উচ্ছ্বাস ডেভিডের। সোমবার।

বাদোনির নেতৃত্বে আসছে দিল্লি

প্রতিবেদন : বাংলার বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে দিল্লির নেতৃত্বে দেবেন আয়ুষ বাদোনি। তাঁর সহকারী হলেন যশ ধুল। শনিবার ১৬ সদস্যের শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। দলে দুই উইকেটকিপার হলেন অনুজ রাওয়াত ও প্রণব রাজবংশী।

গত বছরের কথা মাথায় রেখে এবারের দল নির্বাচন হয়েছে। গতবার গোটা মরশুমে সাতটি ম্যাচ খেলে দিল্লি ছ'টিতে ড্র করেছে। একটিতে হেরেছে। এই মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ভাস্কর পিল্লাই, সঞ্জীব খান্নাদের মতো প্রাক্তনদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

১১ অক্টোবর বাংলার সঙ্গে ম্যাচ দিয়ে রঞ্জি মরশুম শুরু করবে দিল্লি। এরপর সি গ্রুপে তাদের খেলা রয়েছে গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে। সাতবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন দিল্লি। এবার তাদের দলে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন সনত সাঙ্গোয়ান, সার্থক রঞ্জন, নভদীপ সাইনি প্রমুখ।

বাংলা ও দিল্লির এই রঞ্জি ম্যাচ হবে কল্যাণীতে। আগে শোনা যাচ্ছিল ঋষভ পন্থ এই ম্যাচে খেলবেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ড সফরে আগে নির্বাচকরা দলের এক নম্বর নিপার ব্যাটারকে রঞ্জিতে নামিয়ে ঝুঁকি নিতে চাননি। ঋষভ অবশ্য ইরানি কাপে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এদিকে, অসমের ম্যাচ ড্র করে বাংলা দল এবার ফিরে আসছে। গতবারের অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণকে হয়তো জায়গা ছাড়তে হবে। তাঁর জায়গায় অধিনায়ক হতে পারেন সুদীপ কুমার ঘরামি। ইরানি কাপ জয়ী অবশিষ্ট ভারত দলে খেললেও সুদীপ সেভাবে রান পাননি।

অলিম্পিকের প্রস্তুতি এখনই শুরু করা উচিত, বললেন অভিনব বিন্দ্রা

রোনাল্ডো চাইলে দলে ফিরতে পারে : জেসুস

লিসবন, ৫ অক্টোবর: পর্তুগাল দলের কোচ জর্জ জেসুস এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মধ্য দ্বন্দ্ব নিয়ে ফুটবল বিশ্বে চলছে তীব্র জল্পনা। কোচের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে মাঝপথেই চলে গিয়েছেন সিআর সেভেন। এরপর থেকেই এই ঘটনার সবরকম 'সত্যি' সামনে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন কোচ জেসুস।

রোনাল্ডোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন উঠতেই ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ক্ষমা চাইব কিসের জন্য? ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু কী ঘটেছে? তিনি স্পষ্ট করে জানান, পুরো ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল খেলোয়াড়ের ওয়ার্ম-আপ বা অনুশীলন নিয়ে। কোচের দাবি, তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্তের সব দায় নেন, কিন্তু এর জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোনও কারণ নেই। দল নির্বাচন ও ক্ষমতার বিষয়ে জেসুস বলেন, আমি দলের কোচ, আমি যাকে খুশি ডাকব। কাকে ডাকব বা কে খেলবে, সেই বিষয়ে আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি না। কোচ হিসেবে আমি কিছু বিষয় সম্পূর্ণ অটুট থাকি, এর চেয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলা মনে হয় সম্ভব নয়। তবে ৪১ বছর বয়সি রোনাল্ডোর জন্য জাতীয় দলের দরজা যে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি, সেই কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন জেসুস। তিনি জানান, ক্রিস চাইলে দলে ফিরতেই পারে। এই সিদ্ধান্তটা ওকেই নিতে হবে। পরেরবার দল ঘোষণার আগে আমরা কথা বলে দেখতে পারি।

রোনাল্ডো দেশের ফুটবলের এক অনন্য প্রতীক হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে অহেতুক জলঘোলা করা হয়েছে বলেও দাবি করেন জেসুস। তাঁর মতে, কত খেলোয়াড়ই তো ওয়ার্ম-আপ করার পরও মাঠে নামেন না, তাতে তো কোনও সমস্যা তৈরি হয় না। এরআগে পর্তুগালের মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেজ মন্তব্য করেছিলেন যে রোনাল্ডো একটি সম্মানজনক ও সুন্দর বিদায়ের যোগ্য। ব্রুনোর এই বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত পোষণ করে কোচ জেসুস জানান, তিনিও কোনওদিনও চাননি রোনাল্ডো কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে জাতীয় দল থেকে বিদায় নিক।

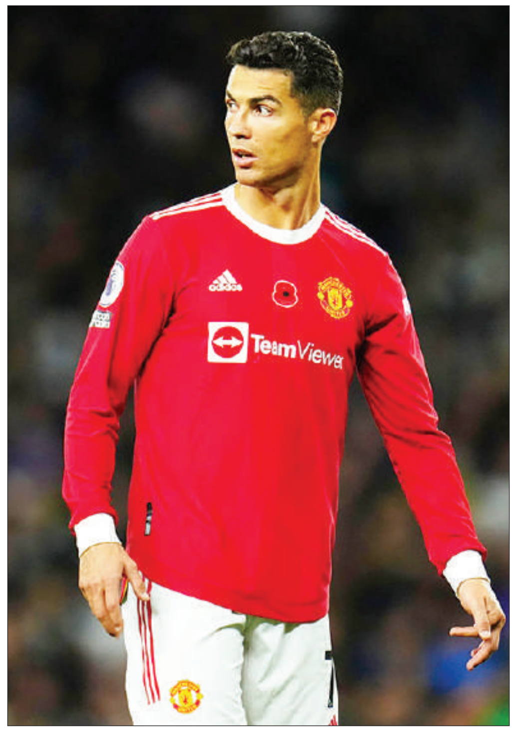

সিন্ধুদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

আজ শুরু ফিনল্যান্ড ওপেন

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স ভাল হয়নি। এবার সেই ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার সুযোগ রয়েছে ফিনল্যান্ডে আর্কটিক ওপেন সুপার ৫০০-তে।।

মঙ্গলবার এই টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। তার আগে এশিয়াডের মতো একটি পদক ও চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল করে এসেছে ভারত। হ্যাং গেমসে ভারত তিনটি পদক পেয়েছিল। ফিনল্যান্ডে ভারতীয় প্লেয়ারদের মধ্যে সবার আগে রয়েছেন পিভি সিন্ধু। যিনি এশিয়াডের কোয়ার্টার ফাইনালে পরাস্ত হয়েছেন। ফিনল্যান্ডে সিন্ধু নামার আগে এশিয়াডের কথা ভুলে জাপান ওপেনার কথা ভাবতে পারেন। যেখানে তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি ফিনল্যান্ডে বাছাই পর্বে খেলে উঠে আসা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খেলবেন।

ছেলেদের বিভাগে কিদাম্বি শ্রীকান্ত, এইচ এস প্রনয় কেমন করেন সেটাই এখন দেখার। এশিয়াডে দুজনেই ব্রোঞ্জ জয়ী দলে ছিলেন। উঠতিদের মধ্যে তনভি শর্মা, আশ্মিতা চালিহা, উন্নতি হুদাও নজরে থাকবেন।

শেষবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে মেসি

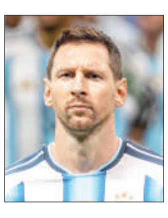

বুয়েনস আইরেস, ৫ অক্টোবর: আকাশী-সাদা জার্সির মায়াবী অধ্যায়ের সমাপ্তি কি তবে সত্যিই ঘনিয়ে এল? উত্তরটা অবশ্যই হ্যাঁ, ঘাস ছোঁয়া বাতাসে তখন অন্যরকম এক বিষণ্ণতা। বর্ণময় কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগের অনুশীলন সারলেন লিওনেল মেসি। মঙ্গলবার পশিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের বিপক্ষে শেষবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে নামতে চলেছেন তিনি। কিন্তু বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা মহাতারকাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সতীর্থদের সঙ্গে হালকা হাসিমুখ, চিরচেনা সেই বল পায়ে জাদু দেখানোর মুহূর্ত সবমিলিয়ে মেসিকে নিয়ে আবেগে ভাসল গোটা আর্জেন্টিনা শিবির। সবাই জানে যে তারা কী বা কাকে হারাতে চলেছে। অনুশীলন শুরুর বাঁশি বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই সকলের নজর ছিল বিশ্ব ফুটবলের জাদুকর মেসির দিকে। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তখন ভক্তদের ভিড়, যাদের একটাই চাওয়া আরও কিছু সময় মেসির অমূল্য পায়ে মজে থাকা। তবে এলএম টেন অবশ্য নিজের স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতেই মাঠে নামেন। ওয়ার্ম-আপ থেকে শুরু করে ছোট-ছোট পাসের প্রতিটি পদক্ষেপে যেন ঝরে পড়ছিল নিখুঁত নিপুণতা। সতীর্থরাও তাঁকে ঘিরে রাখলেন পরম স্নেহে এবং শ্রদ্ধায়, কারণ তারাও জানেন যে এই জিনিসগুলির পুনরাবৃত্তি আর হয়তো কোনওদিনও ঘটবে না।

দলের কোচ লিওনেল স্কালোনির কৌশলগত অনুশীলনের ফাঁকে-ফাঁকে মেসির মুখে দেখা গেল একটা মৃদু হাসি। সেই হাসিতে হয়তো লুকানো ছিল চাপা একপ্রকার খুশি ও আনন্দ। কখনও সতীর্থ এঞ্জো ফার্নান্ডেজ, আবার কখনও ডি পলের সঙ্গে খুনসুটি, কখনও বা দূরের কোনও শূন্যতায় চোখ রাখা। এদিন অনুশীলনে দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি এসে দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র মেসিকে। সব মিলিয়ে এক গভীর সম্পর্কের আবহের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল পুরো ট্রেনিং গ্রাউন্ড জুড়ে। এই জার্সি গায়ে চাপিয়ে কত সারা বিশ্বের ভক্তদের স্মরণীয় রাত উপহার দিয়েছেন তিনি, কতবার কোটি ভক্তের চোখে এনে দিয়েছেন আনন্দের জল। দেশের জার্সি গায়ে এই মুহূর্তে শীর্ষ গোলদাতা মেসি। মোট ২০৭টি ম্যাচ খেলে করেছেন ১২৫টি গোল, সেইসঙ্গে তাঁর নামের পাশে রয়েছে ৬৮টি অ্যাসিস্টও।

এশিয়াড জিতেই অলিম্পিকে চোখ

আইচি-নাগোয়া, ৫ অক্টোবর : এশিয়াডে সোনা জেতার পরও লক্ষ্য থেকে সরছেন না কোচ ক্রেগ ফুলটন। হকি ইন্ডিয়া লিগের পর খুব তাড়াতাড়ি আসবে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক। কোচ বলেছেন, তিনি তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে দল গড়তে চান।

ফুলটন বলেছেন, দু'বছরের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলস। তার মানে সামনে আর বেশি সময় নেই। এখন আমরা ভাল শিডিউল চাই। ভাল পরিকল্পনা করতে চাই। কতদিন বাইরে খেলব সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। আমাদের দলে এখন অনেক অভিজ্ঞ প্লেয়ার রয়েছে। জুনিয়র প্লেয়ারও আছে। এ দল, অনূর্ধ ২১ দলের প্লেয়াররা রয়েছে। ফুলটন আরও লেছেন, তবারের থেকে এবারের এশিয়াড অন্যরকম ছিল। কোনও গেমস ভিলেজ ছিল না। আমরা মাদের মতো করে প্রস্তুতি সেরেছি। মাঠে গিয়েছি, আবার ফিরে এসেছি। আমাদের সিডিউল ছিল এরকম। এশিয়াডে পাকিস্তানকে ৪-৩

সোনা জিতে গর্বিত, বললেন কোচ লক্ষ্মণ

বেঙ্গালুরু, ৫ অক্টোবর : সদ্য সমাপ্ত হওয়া এশিয়ান গেমসে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জিতেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই নিয়ে টানা দু'বার স্বর্ণপদক পেয়েছে শ্রেয়স আইয়াররা। তাদের এই সোনা জয়কে একটা বড়সড় গর্বের বিষয় বলে মনে করছেন দলের হেড কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ। দেশের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার জাপান থেকে ফিরে জানান, দলের খেলায় আমি খুবই সন্তুষ্ট এবং খুশি। এশিয়ান গেমসে সোনা জেতাটা অত্যন্ত ভালো একটা গর্বের বিষয়। এটা আমাদের সকলের জন্য একটা বিশেষ মুহূর্ত। পিচ থেকে শুরু করে পরিস্থিতি পুরোটাই আলাদা ছিল, কিন্তু আমাদের ক্রিকেটাররা সেখানে মানিয়ে নিয়ে সোনা জিততে সক্ষম হয়েছে।

পাশাপাশি লক্ষ্মণ আরও বলেন, দলের প্রত্যেকেই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে এবং নিজের সেরাটাই দিয়েছে। আমি মনে করি আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমাদের দলে এমন কিছু ক্রিকেটার রয়েছে যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান। আর তাদের সকলের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া মানসিকতা রয়েছে। তাই আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি এতো প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তাদের এতে ভাল ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে।

মাঠে ময়দানে

6 October, 2026 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকায় সাদা বলের দুটি সিরিজ খেলবে ভারতীয় ক্রিকেট দল

বৈভবকে বাইরে রেখেই আজ প্রথম ম্যাচ

লখনউয়ে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

লখনউ, ৫ অক্টোবর : ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে প্রথম টি ২০ ম্যাচের আগে দুটি দলকেই জরিমানা দিয়ে মাঠে নামতে হচ্ছে। ভারতের ২০ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে। নিউ চণ্ডীগড়ে শেষ একদিনের ম্যাচে ভারত চার ওভার ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সময়ের থেকে দুই ওভার পিছিয়ে ছিল। দুই অধিনায়ক জরিমানা মেনে নেওয়ায় আর শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

কোচ গৌতম গম্ভীর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বৈভব সূর্যবংশীর আপাতত দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তিনি আবার বলেছেন যারা অনেকদিন ধরে পারফর্ম করছে তাদের কাউকে বসিয়ে বৈভবকে খেলানো সম্ভব নয়। কথাটা তিনি ১৫ বছরের কিশোর ব্যাটারকে বুঝিয়েছেন। বৈভব সেটা বুঝতে পেরেছে।

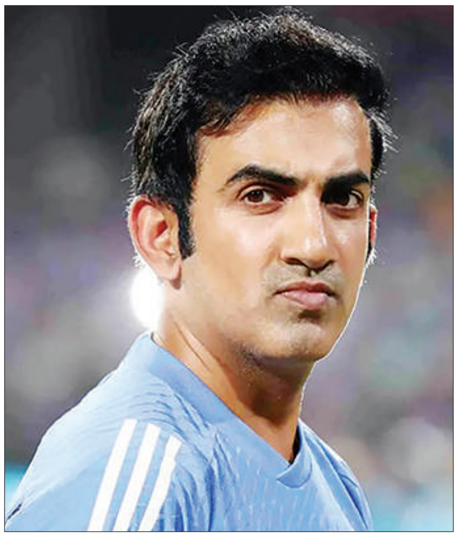

বৈভবের সুযোগ এখনই নয়। ফের জানিয়ে দিলেন ভারতীয় কোচ গম্ভীর।

একদিনের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে একটি পরিবর্তন হয়েছে। তৃতীয় একদিনের ম্যাচে জুয়েল অ্যান্ড্রু হাতে চোট পেয়েছেন। তাঁর জায়গায় টি ২০ দলে রেখে দেওয়া হয়েছে আমির জাঙ্গুকে। ৩৬তম ওভারে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন অ্যান্ড্রু। এর ফলে তিনি ইনিংস শুরু করতে পারেননি। জন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ওপেন করতে আসেন অধিনায়ক সাই হোপ। হোপের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-১ করতে পেরেছে। তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

মঙ্গলবার লখনউয়ে প্রথম টি ২০ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার আগে কোচ গৌতম গম্ভীর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বৈভব সূর্যবংশীর আপাতত দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তিনি আবার বলেছেন যারা অনেকদিন ধরে পারফর্ম করছে তাদের কাউকে বসিয়ে বৈভবকে খেলানো সম্ভব নয়। কথাটা তিনি ১৫ বছরের কিশোর ব্যাটারকে বুঝিয়েছেন। বৈভব সেটা বুঝতে পেরেছে।

এদিকে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার জিয়োস্টারকে বলেছেন, তিনি বৈভবকে চাপের থেকে দূরে রাখতে চান। তাঁর কথায়, সবাই ওর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতে চায়। তাই আমি মাঠের বাইরে ওর সঙ্গে লাইফস্টাইল বা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি। ও এইসব নিয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করে। মাঠে বিধ্বংসী ব্যাট করলেও তার বাইরে বৈভব খুব শান্ত ছেলে। ওর সঙ্গে আমাদের সময় কাটাতে খুব ভাল লাগে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ ম্যাচে জিতে মনোবল বাড়িয়ে নিয়েছে। তাছাড়া তারা টি ২০ ক্রিকেটে বেশ শক্তিশালী দল। ফলে এই সিরিজ যথেষ্ট টানটান হবে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু ক্যারিবিয়ানদের চাপের কারণ হল ভারতীয় ব্যাটিং। শুরুতে অভিষেক শর্মা আর সঞ্জু স্যামসন ঝড় তুলে দিলে বিপক্ষের চিন্তার কারণ রয়েছে। অভিষেক বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন। এশিয়াডের ফাইনালে রান করে এসেছেন। এই ফর্ম লখনউতে ধরে রাখতে পারলে মুশকিল আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। যারা একদিনের সিরিজে সদ্য হেরেছে।

দল নির্বাচনের আগে প্রসিধের চোট, অপেক্ষায় নির্বাচকেরা

আকাশ প্রায় নিশ্চিত, চোখ মুকেশের ছয় উইকেটেও

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : দিন দুয়েকের মধ্যেই ভারতীয় নির্বাচকরা নিউজিল্যান্ড সফর ও ভারত এ দলের জন্য দল নির্বাচন করবেন। অন্তর্বর্তী নির্বাচক প্রজ্ঞান ওঝার চেয়ারম্যানশিপে এই দল গড়া হবে। অজিত আগারকর সরে যাওয়ার পর আপাতত তাঁর চেয়ার সামলাবেন ২৪টি টেস্ট খেলা প্রাক্তন স্পিনার প্রজ্ঞান।

গত সোমবার এই দল নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রসিধ কৃষ্ণর ফিটনেসের অপেক্ষায় থেকে ব্যাপারটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে ২৪ অক্টোবর শুরু হবে টেস্ট সিরিজ। তার আগে সাদা বলের ম্যাচ রয়েছে। বোর্ড যেহেতু টেস্ট সিরিজকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তাই দেখা হবে যাতে লাল বলের স্কোয়াড যথাযথ থাকে। ভারত এ দলের কয়েকজন বোলারকে টেস্ট দলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতে পারে নেট বলার হিসাবে। হর্ষ দুবে, তনুষ কোটিয়ান, বিপরাজ নিগম, শিবাঙ্গ কুমার এই বোলারদের মধ্যে থাকতে পারেন।

চিন্তা প্রসিধকে নিয়ে। নিউজিল্যান্ড-যাত্রা প্রায় নিশ্চিত আকাশের।

এদিকে ইরানি কাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার পর বাংলার পেসার মুকেশ কুমারকে এ দলে রাখা হতে পারে। তিনটি এ দলের ম্যাচে আকাশ দীপকেও খেলানো হতে পারে। আকাশ ছাড়া জসপ্রীত বুমরার দিকেও নজর রয়েছে নির্বাচকদের। ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের আগে তাঁর বোলিং ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। এজন্য তাঁকে একটি রঞ্জি ম্যাচ খেলার কথা বলা হতে পারে। একটি একদিনের ম্যাচেও খেলতে দেখা যেতে পরে তাঁকে। তবে সবটাই এখন ভাবনার স্তরে।

ঋষভ পন্থের সঙ্গে ঈশান কিশানকে জুড়ে দেওয়া যায় কি৪না দেখা হচ্ছে। ধ্রুব জুরেলকে শুধু ব্যাটার হিসাবে ভাবা হচ্ছে। আলোচনা হবে কুমার কুশাগ্রকে নিয়েও। রাহুল, সুদর্শন, পারিকাল টেস্টে অটোমেটিক চয়েস। জাদেজা, সুতার, কুলদীপ, ওয়াশিংটন স্পিনার হিসাবে দলে থাকবেন। অলরাউন্ডার হিসাবে নীতিশ কুমার রেড্ডি হয়তো জায়গা ধরে রাখবেন। জোরে বোলারদের ডিপার্টমেন্টে বুমরা, সিরাজ, প্রসিধ মোটামুটি নিশ্চিত। থাকতে পারেন গুরনুর ব্রার, আকাশ দীপ, আকিব নবিও।

বেঞ্চের শক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার এটাই সুযোগ

লখনউয়ে প্রথম ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মর্কেল। সোমবার।

লখনউ, ৫ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ বেঞ্চের শক্তিবৃদ্ধি করবে। নতুন যারা দলে আসবে, তারা ভারতের জার্সি গায়ে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। লখনউ ম্যাচের আগে বললেন বোলিং কোচ মনি মর্কেল। মর্কেলের কথায়, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল ম্যাচ জেতা। এই দল গত কয়েক বছরে অনেক ম্যাচ জিতেছে। যারাই দলে সুযোগ পেয়েছে ভাল করেছে। তবে জয়ের সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারও আছে। আমরা নতুনদের সুযোগ দিয়েছি। তারা সেটা কাজে লাগিয়েছে। বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে চারদিকে যে আওয়াজ উঠেছে, তা নিয়ে মর্কেলের বক্তব্য ও যদি সুযোগ নাও পায়, টিম বাসে থাকছে। ডাগ আউটে বসছে। হোটেলে অভিজ্ঞদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারছে। ড্রেসিংরুমে সিনিয়রদের দেখছে। তাদের খেলতেও দেখছে। এভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ রয়েছে বৈভবের সামনে। এরপর মর্কেল আরও বলেন, আমি এটা বিশ্বাস করি যে তুমি যদি দলের মধ্যে মানিয়ে নিতে পারো, সিনিয়রদের প্রশ্ন করতে পারো, তাহলে অনেক কিছু শিখতেও পারো। সিনিয়রদের ব্যাট করতে দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারে। যা পরের দিন নেটে তা প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে। বৈভব এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে ম্যাচে সেটা কাজে লাগাতে পারবে।